অক্ষয়-চরিত।

(সচিত্র)

OR

AN ILLUSTRATED LIFE OF

THE LATE

BABU AKSAY KUMAR DUTTA.

"বহার" "আদর্শ-নারী" "বিদ্যাবতী আবিয়াব
তাঁহার উপদেশ" প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫ নং অপর চিৎপুর রোড।

ভাদ্র ১২৯৪ সাল।

There is no kind of writing, which has
and instruction for its main object, so in
and popular, on the whole, as biog
Prescott.

If you leave out any scar or wrinkle i
face, I will not give you a single shilling.—
Cromwell.



অক্ষয়কুমার দত্ত

Akkhoy Coomar Dutt

উৎসর্গপত্র

মা !

প্রিয় বস্তু দেবতাকে উৎসর্গ করা মানবের প্রধান ধর্ম্ম। তুমি আমার পরমদেবতা, মর্ত্তলীলা সম্বরণ করিয়া স্বর্গে বিরাজ করিতেছ। অতএব তোমার পবিত্র স্মরণার্থে আমার প্রিয় "অক্ষয় চরিত" উৎসর্গীকৃত হইল।

তোমার

হতভাগ্য পুত্র।

পূর্ব্বভাষ।

লোকে যত উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে থাকিবে, ততই স্ব স্ব দেশের চিরস্মরণীয় মহাত্মাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে শিক্ষা করিবে ও তাঁহাদিগের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠে বিশেষ শিক্ষা পাইবে, এই বিবেচনায় ৺ মহানুভব অক্ষয়কুমার দত্তের এই ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশিত হইল। ইহার প্রয়োজন আছে কি না, পাঠকবর্গের তাহা বিবেচিতব্য।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, অক্ষয় বাবুর আত্মীয়বর্গ, শ্রী———র, ও পণ্ডিতবর শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহোদয়গণ আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

খিদিরপুর
৮ই ভাদ্র, ১২৯০।

শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস।

সূচী।

ভ্রম সংশোধন ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ ।
২	২৩	রজনীকান্ত	রজনীনাথ

ভুলক্রমে তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অন্তর্গত হইয়াছে। ইহা ১৮ পৃষ্ঠা ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্ম’ হইতে আরম্ভ হইয়াছে; স্বতন্ত্র হেডিং হয় নাই।

অক্ষয়-চরিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুর্গাদাস দত্ত দত্ত বংশের আদি পুরুষ। ইহাঁর পুত্র শিবরাম। শিবরামের রাজবল্লভ ও রমাবল্লভ নামে দুই সন্তান হয়। রাজবল্লভের চারিটি পুত্র;—১ম, রামরাম; ২য়, কৃষ্ণরাম; ৩য়, রাধাকান্ত; ৪র্থ, রামশরণ। ইনি বর্দ্ধমান-রাজ-বাটীর এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনিই প্রথমে টাকীর নিকটবর্ত্তী পুঁড়াগ্রামের সন্নিহিত গন্ধর্ব্বপুর হইতে আসিয়া পূর্ব্বে নদিয়া এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পূর্ব্বস্থলী গ্রামের সন্নিকট চুপীতে বাস করেন। রামরাম দত্তের দুটি পুত্র ও একটি কন্যা হয়। পুত্র দুটির অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। টাকী শ্রীপুর নিবাসী সদাশিব ঘোষের পুত্র উদয়চাঁদ ঘোষের সহিত কন্যাটির বিবাহ হয়। শ্বশুর চুপী গ্রামে গৃহাদি প্রস্তুত করিয়া দিলে জামাতা তথায় আসিয়া বাস করেন। ইহাঁরও বংশে কেহ নাই। কৃষ্ণরামের তিন পুত্র;—জ্যেষ্ঠ, দর্পনারায়ণ; মধ্যম, ব্রজকিশোর; কনিষ্ঠ, রাধাকান্ত। রাধাকান্ত (রাজবল্লভের পুত্র) নিঃসন্তান; রামশরণের পাঁচ পুত্র;—১ম, পদ্মলোচন, ২য়, কাশীনাথ; ৩য়, চূড়ামণি; ৪র্থ, পীতাম্বর; ৫ম, কীর্ত্তিচন্দ্র। দর্পনারায়ণ

মুর্শিদাবাদের নবাব আলাউদ্দীনের তোষাখানার দেওয়ান ছিলেন। নবাব তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, ও 'লালা' উপাধি দেন, এবং মুর্শিদাবাদে জায়গির দিতে চান, কিন্তু তিনি তাহা লন নাই। তিনি সেই অবধি লালা দর্পনারায়ণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইহাঁর ও ইহাঁর মধ্যম সহোদর ব্রজকিশোর উভয়েরই কোন সন্তানাদি হয় নাই। রাধাকান্ত বর্দ্ধমান-রাজ-সরকারের মুন্সী ছিলেন বলিয়া মুন্সী উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহাঁর বংশাবলি মুন্সী আখ্যায় পরিচিত; পুত্র বৃন্দাবন দত্তজ মহাশয় পার্সি, আরবি ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন; পার্সিতে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া তৎসমুদয়ের উপস্বত্বে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন—অন্য কোনও বিষয় কর্ম্ম ছিল না। পদ্মলোচন নিঃসন্তান ছিলেন। কাশীনাথের চারিপুত্র;—১ম, নবকুমার; ২য়, চন্দ্রমোহন; ৩য়, হরমোহন; ৪র্থ, নবগোপাল। চূড়ামণি দত্তের সন্তান সন্ততি এখন কেহ নাই। কথিত আছে যে, পুরাতন বাঙ্গালার ছাপার অক্ষর ইহাঁর হস্তাক্ষর দেখিয়া প্রস্তুত হয়। পীতাম্বর দত্তের পুত্র মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্ত। কীর্ত্তিচন্দ্রের কোনও সন্তানাদি হয় নাই। নবকুমারের এক পুত্র শ্রীগোকুলচন্দ্র দত্ত। অবশিষ্ট ভ্রাতৃত্রয় অর্থাৎ চন্দ্রমোহন, হরমোহন ও নবগোপাল নিঃসন্তান। শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল দত্ত মহাশয় এক্ষণে কাশীতে অবস্থিতি করিতেছেন। অক্ষয় বাবুর তিন পুত্র ও দুই কন্যা হয়। জ্যেষ্ঠ চন্দ্রকুমার; মধ্যম, হেমচন্দ্র; কনিষ্ঠ, রজনীকান্ত।

জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম রাজমোহিনী; কনিষ্ঠার নাম বিরাজ-মোহিনী। চন্দ্রকুমার ও হেমচন্দ্র উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে। রজনী জীবিত, ইহাঁর একটি পুত্র হইয়াছে, পুত্রের নাম নত্যেন্দ্র। কন্যা দুটিরই বিবাহ নিমতাতে হয়। অক্ষয় বাবু ছোট কন্যাকে বড় ভাল বাসিতেন। ছোট জামাতার নিবাস পূর্ব্বে চুপাতে ছিল। শ্বশুর ইহাঁকে নিমতাতে বাটী করিয়া দেন। দত্তরা বঙ্গজ কায়স্থ। চুপীর যেস্থলে ইহাঁ-দিগের বাস ছিল তাহা এক্ষণে নদীর গর্ব্ভে।

অক্ষয় বাবুর পিতা পীতাম্বর দত্ত মহাশয় অতি পরোপ-কারী, দয়ালু ও সুন্দর প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইনি সামান্য বাঙ্গালা মাত্র জানিতেন। খিদিরপুরের টলিজ্ নলার (আদি গঙ্গার) কুতঘাটের কেশিয়র ও দারগা ছিলেন। এই কর্ম্ম করিয়া কিছু সংস্থান করিয়া যান। ইহাঁর এবং হর-মোহন দত্ত প্রভৃতি ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের খিদিরপুর মন্সা-তলা নিবাসী ৺ভৈরবচন্দ্র ঘোষের এবং মন্সাতলার নিকট-বর্ত্তী কুক্রী নামে এক জনের বাটীতে বাসা ছিল। হরমোহন দত্ত তখনকার সুপ্রীমকোর্টের মাষ্টার আপীসের বড় বাবু ছিলেন। ইহাঁর অনেক টাকা বেতন ছিল। মন্সাতলার গৃহ-ভূমি-সম্পত্তি সকলি ইনি যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় অদ্যাপি আছে। ইনি পীতাম্বর দত্ত মহাশয়ের নিকট চির ঋণী, যেহেতু তিনি উহাঁকে লেখা পড়া শিখান এবং উহাঁর ভরণপোষণের সমুদয় ব্যয় আপনার স্কন্ধে লইতে কুত্রাপিও কুণ্ঠিত হন নাই। হরমোহন বাবুও যে

অক্ষয় বাবুর শিক্ষাদির সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার পিতৃঋণ কিয়ৎ পরিমাণে শুধিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয় পরে বিবৃত হইবে।

অক্ষয় বাবুর মাতার নাম দয়াময়ী ছিল। কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী ইট্‌লে নামক গ্রামে তাঁহার পিত্রালয় ছিল। পিতার নাম রামদুলাল গুহ। * অক্ষয় বাবুর মাতুল রামতনু গুহ হরমোহন দত্তের অনুগ্রহে চুপীর সন্নিকট জাহন্নগর নামক স্থানের পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন। ইনি বৃদ্ধাবস্থায় কাশীবাসী হন, তথায় পরলোক গমন করেন। ইহাঁর পিতার স্বভাব যে যে উপাদানে সংগঠিত তৎসমুদয় মাতার প্রকৃতিতেও ছিল—কিছু মাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হয় নাই—তাঁহার মত ইনি পরোপকারিণী, ন্যায়বতী ও সৌজন্য শালিনী—দয়ায় ইনি স্বনামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রথমে চারিটি সন্তান হয়,—দুটি পুত্র, গর্ব্ভে মরিয়া যায়; একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়া একমাস মাত্র এবং মথুরানাথ অন্য একটি পুত্র আট মাস মাত্র জীবিত থাকে। এই মৃতবৎসা ও কাকবন্ধ্যার ইহার পর ১০।১২ বৎসর আর কোন সন্তানাদি হয় নাই। সন্তানের জন্য অনেক দেব দেবীর নিকট অনেক আরাধনা করেন। চুপীর একক্রোশ দক্ষিণে ব্রহ্মাণীতলা নামক গ্রামে একজন মহারাষ্ট্রীয় সাধু বাস করিতেন। তাঁহার একটি কুপ ছিল। না

* বঙ্গজদিগের মধ্যে গুহরা কুলীন।

লিয়া লোকে তাঁহাকে কাণা গোসাঞি বলিয়া ডাকিত। ়ামরী তাঁহার নিকট গমন করেন। তিনি পুত্রেষ্টি যাগ রিয়াছিলেন। সেই যাগের চরু খাইবার পর উহাঁর গর্ভ ়র হয়। সেই গর্ভে ১২২৭ সালের ৫ই শ্রাবণ শনিবার শুক্ল পক্ষ পঞ্চমী তিথিতে রাত্রি অনুমান ৬ দণ্ডের সময় চুপীতে অক্ষয়কুমার জন্ম গ্রহণ করেন। কাণা গোসাঞি ইহাঁর নাম নৃসিংহপ্রসাদ রাখিয়াছিলেন। ইহাঁর পিতা মাতা ইহাঁর জন্মতিথি পূজার অনুষ্ঠান করিতেন।

আমাদিগের দেশের প্রথানুসারে পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অক্ষয়কুমারের বিদ্যারম্ভ হয়। অতি অল্প চারি বৎসরের বয়সেই বিদ্যায় ইহাঁর এরূপ স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মে যে বয়োজ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাত পুত্র নবগোপালকে পাঠশালায় যাইতে দেখিলে, তাঁহার সহিত যাইবার নিমিত্ত ইনি বায়না করিতেন। এই সময় ইনি একদিন বলিয়াছিলেন "সকল ছেলের বাপ মা ছেলেকে পাঠশালে যেতে বলে, আমার মা আমাকে ঘরে থাক্‌তে বলে।" অন্যান্য বালক বালিকাদিগের মত ইহাঁর আব্‌দার ছিল না। বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইহাঁর পিতা গুরুচরণ সরকার নামে জনৈক গুরু মহাশয়কে বেতন দিয়া বাটীতে রাখেন। গুরুচরণ সরকার অতি চমৎকার শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইনি ছাত্রবর্গকে প্রহার করা দূরে থাকুক কখনও কাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। পিতা মাতা ও শিক্ষকের স্বভাব, সদাশয়তা ও সদয় ব্যবহার প্রভাবে

ইহাঁর শিক্ষার অনুকূল হইয়া তৎপরে ইহাঁর ভাবী জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল। যেরূপ পিতা মাতা সেইরূপ সন্তান হয়। লেখা পড়ার নিমিত্ত ইনি কখনও কাহার নিকট তিরস্কৃত হন নাই। এই অল্প বয়সেই ইহাঁর ধী-শ ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। পূজা বাটীর অঙ্গনে পাঠশালায় এক দিবস কদলী পত্রে কাঠাকালী ও বিঘাকালী লিখিতে লিখিতে ইহাঁর মনে হইল "পৃথিবী কত বড়, ইহার সীমাই বা কোথায়"। বালকগণ স্বভাবতঃ শিক্ষককে ভয় করিয়া থাকে। সুতরাং শিশু অক্ষয় গুরু মহাশয়কে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না করিয়া আপনার জনয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন "এর সীমা কি কেহ বলিতে পারে।" চারি বৎসর পাঠশালায় যাহা শিখিবার শিখিলেন। এক্ষণে আমরা যেরূপ আগ্রহ ও যত্নের সহিত ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়া থাকি, পূর্ব্বে সদ্বংশীয়েরা তদ্রূপ আগ্রহ ও যত্নের সহিত স্ব স্ব সন্তানদিগকে পার্সি ভাষা শিখাইতেন। ইহার কারণ তখনও এই ভাষায় বিচারালয় প্রভৃতি যাবতীয় রাজকীয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইত। আমিউদ্দীন নামে একজন মুন্সীর নিকট ইনি পার্সি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। পণ্ডিত শ্রীদুর্গাদাস ন্যায়রত্নের সহিত গোপীনাথ তর্কালঙ্কারের (ভট্টাচার্য্যের) নিকট টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। সহাধ্যায়ী ন্যায়রত্ন মহাশয় এখনও চুপীতে বাস করিতেছেন, অতি অল্প বয়সেই ইনি অসামান্য ক্ষমতা ও মানসিক তেজ-

স্বিতার অনেক পরিচয় দিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে ইহাঁর প্রতিভার উত্তরোত্তর স্ফূরণ হইয়া অবশেষে স্বতঃ বিমোহিনী শক্তি দ্বারা অখিল বঙ্গ দেশকে বিমুগ্ধ করিল।

অক্ষয়কুমারের বয়স যখন ন্যূনাধিক নয় বৎসর তখন ইংরাজী শিখাইবার জন্য হরমোহন বাবু উহাঁকে খিদিরপুরে আনয়ন করেন। এখানে জয় মাষ্টার (জয়কৃষ্ণ সরকার) ও গঙ্গানারায়ণ মাষ্টার (সরকার) নামে তখনকার বিখ্যাত দুই জন ইংরাজী শিক্ষক ছিলেন। ইহাঁরা এই কর্ম্মে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। ইংরাজী শিখিতে লোকে তখন ইহাঁদিগের নিকট বালকদিগকে পাঠাইতেন। ইহাঁরা আপন আপন বাটীতে তাহাদিগকে পড়াইতেন। হরমোহন বাবু প্রথমে অক্ষয়কুমারকে জয় মাষ্টারের নিকট ইংরাজী পড়িতে দেন। ইহাঁর নিকট পড়িয়া সন্তুষ্ট না হইয়া উনি নিজে একজন পাদরীর নিকট পড়িতে যান। পাদরী সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করিতে করিতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি উহাঁর কিছু বিশ্বাসের উপক্রম দেখিতে পাইয়া পাছে খৃষ্টীয়ান হন এই ভয়ে উক্ত বাবু আপনি কিছু দিন প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় উহাঁকে পড়ান। সময়াভাবে স্বয়ং অধিক দিন পড়াইতে অক্ষম হইয়া তিনি হরিহর মুখোপাধ্যায় নামে আপনার আপীসের জনৈক কেরাণীর নিকট পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া ভাইকে সঙ্গে করিয়া আপীসে লইয়া যাইতেন। কেরাণী বাবু সর্ব্বদা স্বীয় কর্ম্মে ব্যস্ত



হরমোহন দত্ত।

জাত ১২১০ সাল। মৃত ১২৫৯ সাল।

থাকিয়াও উহাঁকে পড়াইতেন। এই প্রকারে কিছু দিন অতিবাহিত হইল। পড়িতে পড়িতে ইহাঁর জ্ঞানপিপাসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া কেমন করিয়া উত্তমরূপে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিবেন এই চিন্তায় অহর্নিশ ইনি চিন্তিত থাকিতেন।

ভ্রাতার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া হরমোহন বাবু ওরি-

এণ্ট্যাল্ সেমিনারিতে তাঁহার পড়িবার নিমিত্ত বন্দোবস্ত করেন। এখন যেমন ট্র্যাম্ ও গাড়ি ঘোড়ার সুবিধা, তখন সেরূপ ছিল না। ট্র্যামের কথা দূরে থাকুক, তখনকার গাড়ি ঘোড়া এরূপ খারাব ছিল যে, একতো এক ঘণ্টার পথ চারি ঘণ্টায় যাইত, ও গাড়ি এমন নড়িত যে বুকে পিটে ব্যথা লাগিত তাহাতে আবার ভাড়া বেশি ছিল। শেয়াবের অর্থাৎ ৪। ৫ পাঁচ জনে মিলিয়া একখানি গাড়ি ভাড়া করিবার উপায় ছিল না;—যাহাকে যাইতে হইত, তাঁহাকে একেলা একখানি গাড়ী ভাড়া করিতে হইত। এই সকল অসুবিধা নিবন্ধন হরমোহন বাবু দেখিলেন যে, প্রত্যহ খিদিরপুর হইতে কলিকাতাস্থ সেমিনারি পড়িতে যাওয়া বা দেওয়া বড় সহজ কথা নহে। কলিকাতা, দর্জিপাড়ায় তাঁহার পিশতুত ভাই রামধন বসুর বাসা বাটী ছিল। ইহাঁর বাসাতে তাঁহাকে রাখিয়া ইনি তাঁহার লেখা পড়ার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন জলযোগ করিতেন, তখন একটু খাবার নিকটে উপস্থিত প্রত্যাশী কাককে দিয়া তবে আপনি আহার করিতেন। আহা! মহত্তের কি আশ্চর্য্য গুণ! অল্প বয়সেই ভাবী মহত্ত্বের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। বাল্যাবস্থায় তাঁহার এরূপ দয়া দাক্ষিণ্য তিনি যে পরে বড় হইবেন, ইহাতে কি কেহ তাহার আভাস পায় না? অক্ষয় বাবু সেই অবধি যাবজ্জীবন কাককে আহার দিতেন। হার্ডম্যান জেফ্রয় নামে একজন ইংরাজ তখন গৌরমোহন

আঢ্যের * স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয় ছিলেন। সাহেব মহোদয় স্কুলগৃহে অবস্থিতি করিতেন। অক্ষয়কুমার প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে ইহাঁর নিকট কিছু গ্রীক লাটিন হিব্রু ও জর্ম্মণ ভাষা অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। পঠদ্দশায় ইনি প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ হন। ইলিয়ড, বর্জ্জিল পদার্থ-বিদ্যা, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, উচ্চ অঙ্গের গণিত শাস্ত্র, বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান ও ইংরাজী সাহিত্য বিষয়ক ভাল ভাল গ্রন্থ অল্প বা বিনা সাহায্যে অধ্যয়ন করেন। বিজ্ঞানের প্রতি ইহাঁর স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ ছিল।)

আগড়পাড়া নিবাসী পরলোকগত রামমোহন ঘোষের দুহিতা নিমাইমণির (শ্যামামণির) সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। এই সময় ইহার বয়স অনুমান পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। শ্যামামণি পতিপ্রাণা ছিলেন। তিনিও যে ভার্য্যাকে ভাল বসিতেন না এমত নহে।

---

* ওরিএন্ট্যাল্ সেমিনারির স্থাপয়িতা ৺গৌরমোহন আঢ্য। এই স্কুল তখনকার বড় ভাল স্কুল ছিল। অধিকাংশ ধনী লোকের সন্তানগণ এখানে পড়িত। শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি মহোদয়গণ এখানে পড়িয়াছিলেন। আঢ্য মহাশয় এই স্কুল হইতে বেশ দশ টাকা করেন। জলমগ্ন হইয়া ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর সন্তান শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র আঢ সিমুলিয়া কাশারিপাড়া, বারাণশী ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ পৈতৃক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ওরিএণ্ট্যালে পড়িতে পড়িতে একটি দুর্ঘটনা হয়। ঃ বয়ঃক্রম যখন উনবিংশ বৎসর তখন কাশীতে ই পিতার মৃত্যু হয়। মাতা তাঁহার সহিত তথায় গ করিয়া ছিলেন। কাশীতে গমন কালীন হরমোহন ব তাঁহাকে ৪০০ চারি শত টাকা দেন। মৃত্যুর সংব যে দিন কলিকাতায় হরমোহন দত্ত মহাশয়ের নিকট পৌছিল তিনি সেই দিন তখনই ভ্রাতাকে আনিবার জন্য সেমিনারিতে লোক পাঠাইলেন। পিতৃহীন অক্ষয়কে দেখিয়া তিনি আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ভ্রাতা ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অনেক কষ্টে তাঁহাকে মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাত করিলেন। এই দারুণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তিনি এই মাত্র বলিলেন "ভাই তার আর দুঃখ কি? বস্ত্র পুরাতন ও জীর্ণ হইলে আমরা যেরূপ উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই, সেইরূপ পিতার সময় হইয়াছে, তিনি গিয়াছেন, তাঁর জন্য আবার দুঃখ কি?" ভ্রাতুষ্পুত্র হরমোহন অতি সমারোহে স্বীয় খুল্লতাতের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া চুপীর বাটীতে সম্পন্ন করেন।

পীতাম্বর দত্তের জীবদ্দশাতেই ও তাঁহার স্ত্রীর হস্তে কিছু সংস্থান সত্ত্বেও হরমোহন দত্তজ সংসার চালাইয়া আসিতেছিলেন। সংসার যেমন চালাইতে ছিলেন সেইরূপ

ত আর ভ্রাতার লেখা পড়ার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ
ে ইনি স্বীকৃত হইলেও মাতার পরামর্শে অক্ষয়
বিষয় কর্ম্মের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন। পূর্ব্বে
হইয়াছে ইহাঁর মাতা অতি সদ্গুণবতী ছিলেন
ন্তু তাহা হইলে হইবে কি, স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল।
দৌর্ব্বল্য কি কখন ও অপনীত হয়? মহাকবি সার কথা
লিয়া গিয়াছেন;—Frailty, thy name is woman.
রমোহন বাবু সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তথাপি
অক্ষর বাবুর মাতার কোন মতে মনস্তুষ্টি হইত না। ইহাঁর
মাতৃভক্তি প্রগাঢ় ছিল। মাতা যখন বিষয় কর্ম্মে৷ চেষ্টা
করিতে বলিলেন, তখন ভক্ত সন্তান সেই বাক্য শিরো-
ধার্য্য করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে যত্নবান্ হন।
মাত্রাজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া অতি অনিচ্ছায় ইহাঁকে বিদ্যালয়
পরিত্যাগ করিতে হইল। ওরিএণ্ট্যালের দ্বিতীয় শ্রেণী
পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ
করিতে হইল বটে, কিন্তু ইহাঁর শিক্ষাভিলাষ কখনও হ্রাস
হয় নাই। সুতরাং একদিকে যেরূপ অর্থাগম অপর দিকে;
সেইরূপ জ্ঞানোন্নতির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পাইতে লাগি-
লেন। যতদিন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন, ততদিন আমাদিগের
দেশের লোকের লেখা পড়ার সহিত সম্বন্ধ। ইহাঁরা
যে দিন উহা পরিত্যাগ করেন, সেই দিন হইতে সরস্বতীর
সহিত ইহাঁদিগের দলাদলি হয়, বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি
হয় না। কিন্তু এই উক্তির যাথার্থ্য অক্ষয় বাবুতে

প্রযোজ্য হইতে পারে না। তাঁহার ধারণা ছিল যে, শিক্ষা কি কখনও শেষ হইতে পারে, যতদিন জীবন ততদিন শিক্ষা (Education ends with life) এই সত্যের প্রতি তিনি সতত দৃষ্টি রাখিয়া জীবন কাটাইয়াছিলেন। তিনি কোনও বিশেষ ব্যবসায় শিক্ষা করেন নাই, যদ্দ্বারা অনায়াসে ও অবিলম্বে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। অতএব উপজীবিকার নিমিত্ত ইহাঁকে লালায়িত হইতে হইয়াছিল। কেহ কেরাণীগিরি, কেহ কোন ব্যবসায়, কেহ আইন পড়িয়া তথনকার উচ্চপদ দারগাগিরি করিতে বলিলেন। হরমোহন বাবু আইন জানিতেন। * ইনি তাকে আইন পড়িতে বলিলে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে বিষয় পরিবর্ত্তনীয়, তাহা শিক্ষা করিলে লাভ কি?" বিষয় কর্ম্মের চেষ্টায় এই প্রকারে ইতস্তত: করিয়া কিছু দিন গত হইল

সুপ্রীমকোর্টের বিজ্ঞাপনাদি প্রায় সমস্ত কার্য্য বাবু হরমোহন দত্তের হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রভাকর পত্রিকার জন্য ঐ সমস্ত বিজ্ঞাপন হস্তগত করিবার মানসে তাঁহার নিকাশে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের গতিবিধি ছিল। বরাবর যাতায়াতে ইহাঁর সহিত তাঁহার বন্ধুতা জন্মে। এই বন্ধুতা নিবন্ধন অক্ষয় বাবুও ইহাঁর নিকট পরিচিত হন। তদ্ভিন্ন, রাধাধন বসুর বাটীর সন্নিকট নরনারায়ণ দত্তের

* আমরা ইহাঁর অনেক আইন পুস্তক এবং সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের নজির দেখিয়াছি।

বাটীতে 'বাঙ্গালা ভাষানুশীলনী সভা' হইত। এই সভায় ইহাঁরা উভয়ে উপস্থিত থাকিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ইনি কবি মহোদয়ের স্নেহভাজন হন।

ন্যূনাধিক চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত "অনঙ্গমোহন" নামে একখানি পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা বর্ত্তমান বটতলার গ্রন্থাবলি হইতে কোনও অংশে উৎকৃষ্ট নহে। ইহা "কামিনী কুমারের" সমতুল্য—তদ্রূপ রুচির পরিচায়ক। গ্রন্থকারের আত্মীয়বর্গের নিকট ইহার একখণ্ড ছিল, সম্প্রতি নষ্ট হইয়াছে। ইনি মনে মধ্যে ভাবিতেন পদ্য না গদ্য কিসে লোকের বেশি উপকার সম্ভাবনা? একদা এবম্বিধ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিবার পর ইনি প্রভাকর যন্ত্রালয়ে গুপ্ত মহাশয়ের নিকট গমন করেন। কি বিচিত্র অনুকূল ঘটনা! তাঁহার সহকারী সে দিন উপস্থিত না থাকাতে তিনি উহাঁকে সুবিখ্যাত ইংলিশম্যান্ পত্রিকা হইতে কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। অক্ষয় বাবু বলিলেন "আমি লিখিতে পারিব না, যেহেতু আমি কখনও গদ্য লিখি নাই।" এই কথা শুনিয়া সম্পাদক মহাশয় উত্তর করিলেন "আমার বিশ্বাস তুমি পারিবে, নচেৎ বলিতাম না।" কি করেন লিখিলেন। লেখাটি এরূপ উত্তম হইল যে তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন "যে ব্যক্তি বহু দিবসাবধি এই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তিনি এমত সুন্দর লিখিতে পারেন না।" যে ওজস্বিনী গদ্য রচনায় দত্ত মহোদয় অখিল বঙ্গদেশে

বিমোহিত করেন, এই সেই গদ্য রচনার সূত্রপাত। ইহাতে যদ্যপি কেহ তাঁহাকে ইহাঁর গুরু বলিতে চান, বলুন, কিন্তু আমরা তাহা বলিতে প্রস্তুত নহি।

১৭৬১ শকের ২১ এ আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক তত্ত্বরঞ্জিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় ইহাঁর বয়ঃক্রম দ্বাবিংশ বৎসর। সভার উদ্দেশ্য জ্ঞানোন্নতি সাধন, তথ্যানুসন্ধান, শাস্ত্রালোচনা, রামমোহন রায়ের গবেষণার উপর নির্ভর করিয়া হিন্দু এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন ও বিদ্যালয়াদি সংস্থাপন দ্বারা অশিক্ষিতদিগের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। কিছু দিন পরে অর্থাৎ ৩রা কার্ত্তিক তারিখে ঐ সভার নাম তত্ত্বরঞ্জিনী গিয়া তত্ত্ববোধিনী হয়। ১৭৬৩ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্ম সমাজের সহিত মিলিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মিলন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—"যখন তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত তাহার (ব্রাহ্ম সমাজের) পরিণয় হইল, তখন তাহার প্রাণ সঞ্চার হইল।" * সভার প্রথমে দশ জন মাত্র সভ্য হয়। ইহার সমস্ত খরচের নিমিত্ত প্রত্যেক সভ্যকে স্ব স্ব আয়ের চৌষট্টি ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ টাকায় এক পয়সা করিয়া দাতব্য দিতে হইত। প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, তার পর শিমুলিয়াস্থ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের, তার পর হেদুয়ার দক্ষিণস্থ রমাপ্রসাদ রায়ের বাটীতে এবং সর্ব্বশেষে সমাজ গৃহে স্থানান্তরিত হইবার

* পঞ্চ বিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, ২২ পৃষ্ঠা।

পূর্ব্বে রমানাথ ঠাকুরের ভবনে ইহার অধিবেশন হইত। উক্ত শকের ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন। এক দিবস সন্ধ্যাকালে তাঁহার সমভিব্যাহারে অক্ষয় বাবু সভা দেখিতে যান। দেখিতে গিয়া মহানুভব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পরিচিত হন। এই পরিচয় দত্তজর সৌভাগ্যের মূল। ইহার অব্যবহিত পরে উল্লিখিত শকের ১১ই পৌষ তারিখে ঈশ্বর গুপ্তের প্রস্তাবে ও ভগবতী-চরণ চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় ইনি সভ্য মনোনীত হন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৬২ শকের ১লা শনিবার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপিত হইলে, ইনি ৮৲ টাকা বেতনে উহা শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। ৪ঠা শ্রাবণ হইতে বেতন ১০৲ টা হয়। তার পর ১৪৲ টাকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষ হন পাঠশালার পাঠ্য পুস্তকাবলি সভা কর্ত্তৃক প্রকাশি হইত। আদি ব্রাহ্মসমাজের বৃহৎ পুস্তকাগারে আমর এই সমস্ত পাঠ্য পুস্তক দেখিয়াছি। অক্ষয় বাবু বর্ণমাল ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা এই দুই বিষয়ে অধ্যাপনা করি তেন। সভা পাঠশালার নিমিত্ত পদার্থ-বিদ্যা ও ভূগে প্রকাশ করেন। ইনি ইতঃপূর্ব্বে একখানি ভূগোল প্রস্তু করেন; কিন্তু অর্থাভাবে বহু দিন যে মুদ্রিত করিতে অসম থাকেন, পরে সভার সাহায্যে পাঠশালার নিমিত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে উক্ত পুস্তকে স্বীকা করিয়াছেন। এই ভূগোলখানি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। এখনকা ভৌগোলিক পরিভাষার সহিত ইহার পরিভাষার অনেকাং

ঐক্য নাই। যে কারণেই হউক ইনি ইহার পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই।

এক্ষণে যে স্থানে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাটী, সেই স্থানে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার কার্য্য সম্পাদিত হইত। ১৭৬৫ শকের ১৮ই বৈশাখ তারিখে উহা কলিকাতা হইতে বাঁশবেড়িয়াতে স্থানান্তরিত হইলে, তত্ত্ববোধিনী সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া ইহাঁকে তথায় গমন করিতে অনুরোধ করেন। ইনি স্বীকৃত হইলেন না। না হওয়াতে, শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ ৩০৲ টাকা বেতনে তথায় গমন করেন। ৺ রামগোপাল ঘোষ মহাশয় পাঠাশালার পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ছাত্র সংখ্যা ১০০ শত—একশতর অধিক বালক ভর্ত্তি করা যাইত না। এবং ১৪ বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম কোন ছাত্রকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা যাইত না। বাঁশবেড়িয়া গ্রামের উত্তরাংশে গঙ্গার উপর ৪৮২ চারি বিঘা সতর কাঠা ভূমি সম্বলিত একখানি আটচালায় পাঠশালার কার্য্য হইত। অবশেষে অর্থের অনাটনে ১৭৬৮ শকে ইহা উঠিয়া যায়।

১৭৬৪ শকে অক্ষয় বাবু ও জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ...কী নিবাসী প্রসন্নকুমার ঘোষ উভয়ে মিলিয়া "বিদ্যাদর্শন" নামে একখানি মাসিক পত্রিকার প্রচারান্ত করেন। দুঃখের বিষয় ছয় মাস পরেই ইহার অকাল মৃত্যু হয়। তদনন্তর উল্লিখিত গ্রামের জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বরাহনগরস্থ বাটীতে "নীতিতরঙ্গিণী" নামে যে

সভা হইত তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সহিত তথায় গমনাগমন করিতেন। কিছু দিন পরে ইহাঁরা উভয়েই এই সভার সভ্য মনোনীত হন। নামে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, নৈতিক উন্নতি সাধন করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সভ্যগণ কর্তৃক নীতিবিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ রচিত ও পঠিত হইত। দত্তজর কোন কোন প্রবন্ধ পরে প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতদুপলক্ষে চৌধুরী মহাশয়ের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা জন্মে। তিনি একবার তাঁহাকে মফস্বলে কোন বিদ্যালয়ে কর্ম্ম করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি এই অনুবোধ রক্ষা করেন নাই।

তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হয়। কোন ব্যক্তিকে ইহার সম্পাদকতার ভার অর্পণ করা যায় এই গুরুতর বিষয়টি সভার বিবেচ্য হইলে অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, প্রার্থিগণ "বেদান্ত ধর্ম্মানুযায়ী সন্ন্যাস ধর্ম্মের এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ" এই বিষয়টি অবলম্বন পূর্ব্বক এক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিবেন। যাহাঁর প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তিনি সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইবেন। ভবানী চরণ সে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহা প্রতিযোগিতা হয়। অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলি বিবেচিত হইলে, ইনি ৩০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন তখন এই পদ 'গ্রন্থ-সম্পাদকতা' বলিয়া অভিহিত ছিল

ইহাঁকে সভারও কোন কোন কার্য্য করিতে হইত। এতদ্ভিন্ন, উদ্ভিদাদি বিজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ পাইবার জন্য মেডিকেল কলেজে গমন করিতেন। ১৭৬৫ শকের ভাদ্রমাস হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রচারাম্ভ হয়। রমাপ্রসাদ রায় মহোদয় অপ্রকাশ্য ভাবে একটি মুদ্রাযন্ত্র দান করেন। যন্ত্রালয় হেদুয়ার দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল। ঈশ্বর জ্ঞান প্রচার পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল, * কিন্তু অক্ষয় বাবুরচেষ্টায় ইহাতে ধর্ম্ম বিষয় ব্যতীত, সাহিত্য, বিজ্ঞান পুরাতত্ত্বাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয়গুলি আলোচিত হইতে আরম্ভ হব। † ইহা পূর্ব্বে কিরূপে সম্পাদিত হইত, তদ্বিষয়ে এ স্থলে কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। মহানুভব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসিয়াটিক সোসাইটী কর্তৃক প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া পপার কমিটী (Paper Committe) নামে একটি প্রবন্ধ নির্ব্বাচিনী সভা সংস্থাপন করেন। কমিটীর পাঁচজনের অধিক সভ্য (গ্রন্থাধ্যক্ষ) সংখ্যা ছিল না; অন্যান্য সভা সমিতির যেরূপ নিয়ম ইহার ও সেইরূপ ছিল—একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলে অপর একজন মনোনীত হইয়া তাহার স্থান পূর্ণ করিতেন। পণ্ডিতবর শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শ্রীযুক্ত বাবু (এক্ষণে ডাক্তার) রাজেন্দ্রলাল মিত্র শ্রীযুক্ত বাবু (এক্ষণে মহর্ষি) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত বাবু রাজ-

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা।

† Proceedings of the Tatwabodhini Sobha.

নারায়ণ বসু শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু ৺ শ্রীধর ন্যায়রত্ন ৺ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ৺ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ৺ রাধাপ্রসাদ রায় ৺ শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার সভ্য ছিলেন। সভার নিয়ম ছিল যে, কি গ্রন্থ-সম্পাদক, কি গ্রন্থাধ্যক্ষ কি অপর কোনও ব্যক্তি কেহ যদ্যপি পত্রিকায় প্রকটিত করিবার অভিলাষে কোনও প্রবন্ধ রচনা করেন, প্রবন্ধ নির্ব্বাচিনী সভার অধিকাংশ সভ্য কর্ত্তৃক অগ্রে তাহা মনোনীত ও আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইলে তবে পত্রিকাস্থ হইবে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন প্রবন্ধ প্রেরণ করিলে অধিকাংশ সভ্যের সম্মতি ক্রমে তাহা প্রকাশিত হইত। গ্রন্থ-সম্পাদক অক্ষয় বাবু সম্বন্ধে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার প্রবন্ধগুলি রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বসিয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। তারপর পূর্ব্বোক্ত সভার অধিকাংশ সভ্যগণ সম্মতি প্রদান করিলে সেগুলি মুদ্রিত হইত। ‡

ঘটনা ক্রমে রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের জামাতা ৺

---

‡ এতৎসম্বন্ধে সুবিজ্ঞ রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন;—অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন।—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, ২৫ পৃষ্ঠা।

শ্রীনাথ ঘোষ ও দৌহিত্র শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসুর সহিত ইহার আলাপ হয়। আনন্দ বাবুর নিকট অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধগুলি প্রেরিত হইত, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যাতায়াত ছিল। তিনি উহাঁকে ঐ প্রবন্ধগুলি দেখিতে বলিলে, উনি তাঁহার কথানুযায়ী দেখিয়া দিতেন। এই প্রকারে কিছু দিন যায়, পরে একদিন আনন্দ বাবু পণ্ডিত বরকে বলেন যে, "অক্ষয় বাবু আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান।" * ইনি বলিলেন "আচ্ছা বেশ, তাঁহাকে আসিতে বলিবেন।" * তদনুযায়ী অক্ষয় বাবু ইহার পর একদিন আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন "মহাশয়, আমার প্রবন্ধগুলি দেখিয়া দিয়া আমাকে উপকৃত করেন। * অনুগ্রহ করিয়া এইরূপ করিলে বড় ভাল হইবে; চিরবাধিত ও বিশেষ উপকৃত হইব।"* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দত্তজর এই প্রথম আলাপ পরিচয়। ইহার পর অর্থাৎ ১৭৭০ শকের২৩এ শ্রাবণ তারিখের অধ্যক্ষ সভার অধিবেশনে তিনি পেপার কমিটীর সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হন।

প্রবন্ধ নির্ব্বাচিনী সভার কার্য্য প্রণালী কিছু অধিকতর স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমরা সভার কিছু কার্য্য বিবরণ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

---

* উদ্ধৃতির চিহ্নের অন্তর্গত বাক্যগুলি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রমুখাৎ।

কবির পক্ষিদিগের বৃত্তান্ত বিষয়ক পাণ্ডুলেখ্য প্রেরণ করিতেছি। যথা বিহিত অনুমতি করিবেন। নিবেদনমিতি।

তত্ত্ববোধিনী সভা শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত
১৪ আশ্বিন ১৭৭০ গ্রন্থ-সম্পাদক।

প্রেরিত প্রস্তাব পাঠে পরম পরিতোষ পাইলাম। ইহা অতি সহজ ও সরল ভাষায় সুচারুরূপে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। অতএব পত্রিকায় প্রকাশ বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট চিত্তে সম্মতি প্রদান করিলাম ইতি।

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উক্ত পাণ্ডুলেখ্যের স্থানে স্থানে যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে।

শ্রী শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

প্রেরিত পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ যোগ্য।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র।
শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ প্রভিপ্রায়ে একটি পাণ্ডুলেখ্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা এতৎ পুস্তক সমভিব্যাহারে পাঠাইতেছি।

তত্ত্ববোধিনী সভা শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত
৭ বৈশাখ, ১৭৭৯ গ্রন্থ-সম্পাদক।

পত্রিকায় প্রকাশ যোগ্য।

শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বসু।

স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয়।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

ইহার অনেক অংশ সুন্দর বোধগম্য হয় না অতএব

সেই সেই অংশের পরিবর্ত্তে বোধ সুলভ শব্দ দেওয়া ভাল হয়।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গভাষায় মহাভারত অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়া তাহার এক অংশ প্রেরণ করিয়াছেন দৃষ্টি করিবেন। আপনারা দেখিবেন তাহা অতি সুচারু শুদ্ধ ভাষায় পরিপাটীরূপে লিখিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া পাঠকেরা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেন এবং পত্রিকার বিষয়ে তাঁহাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে পারিবেক। এতদ্ভিন্ন আমারদিগের পূর্ব্বকার আচার ব্যবহারাদির যেরূপ নিদর্শন মহাভারতে পাওয়া যায় এমত আর কুত্রাপি নাই, অতএব এই বাঙ্গালা অনুবাদ দ্বারা ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সন্ধানি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগেরও উপকার হইবেক। নিবেদনমিতি।

তত্ত্ববোধিনী সভা
২৬ পৌষ ১৭৭০

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।
গ্রন্থ-সম্পাদক।

গ্রন্থ সম্পাদক মহাভারতের অনুবাদ বিষয়ে উত্তম বিবেচনা করিয়াছেন ইহা অবশ্য প্রকাশ কর্ত্তব্য।

শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বসু।

অতি সুললিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে এবং ভরসা করি এইরূপ প্রকাশ ক্রমশঃ হয় তাহা হইলে অনেক উপকার সম্ভাবনা।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

এতদ্রূপ মহাভারতের অনুবাদ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে অতি লোকপ্রিয় করিবেক।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঋগ্বেদ সংহিতা অনুবাদিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন. তাহার কিয়দংশ

আগামি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠাইতেছি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত
গ্রন্থ-সম্পাদক।

ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় কি যে বেদ জ্ঞাত হইবার জন্য সকল জাতি সকল লোকেরই প্রায় চেষ্টা এবং আশা হইয়াছে তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হয়। অতএব অবশ্য প্রকাশ যোগ্য।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

সাধারণ লোকের পক্ষে বেদভাব জানিবার নিমিত্ত এমত উপায় হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি আছে? ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত "বিবিধ উপায়ের" মধ্যে বেদের অনুবাদ এক প্রধান উপায় হইয়াছে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

ইহা অতি আহ্লাদের বিষয় বহুকালাবধি বেদ সাধারণের অগোচর ছিল। এইক্ষণে সাধারণের অনায়াসে গোচর বেদে জ্ঞানযোগ হইবে ইহার পর আর আনন্দের বিষয় কি আছে। ইহা অবশ্য পত্রিকায় প্রকাশ যোগ্য।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

ইউরোপের নানা দেশে এ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বেদ ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষাতে অনুবাদিত হইতেছে। অতএব এক্ষণে ভারতবর্ষে সমুদয় বেদ বেদপারগ পণ্ডিতের সহায়তায় এদেশস্থ উপযুক্ত পাত্র দ্বারা বঙ্গ ভাষাতে অনুবাদিত হইলে মহোল্লাস ও গৌরবের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ইহা অপেক্ষা সদুপায় আর কি হইতে পারে? ... ...

শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বসু।

কয় মাস হইল শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র মহাশয় তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় প্রকাশার্থে এক প্রস্তাব লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহা নিতান্ত অপ্রকাশ্য বিবেচনা করিয়া আপনাদিগের নিকটে আর প্রেরণ করি নাই। সম্প্রতি তিনি সভার সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছেন “যদি ঐ প্রস্তাব পত্রিকায় প্রকাশ যোগ্য না হয়, তবে ফিরিয়া পাঠাইবেন।” অতএব তাহা প্রতিপ্রদান করিবার পূর্ব্বে আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি, দৃষ্টি করিয়া যথা বিহিত অনুমতি করিবেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা } শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।
২৬ বৈশাখ ১৭৭২। } গ্র. স.।

আমার বিবেচনায় প্রেরিত পাণ্ডুলেখা পত্রিকাতে প্রকাশ যোগ্য নহে, অতএব প্রতিপ্রদান করাই বিধেয়।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বসু।
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র।
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

অক্ষয় বাবুর তো কথাই নাই, তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা ছিল. এই সভায় অধীনে কিয়ৎকাল থাকিলে, একজন সামান্য বুদ্ধি শক্তি সম্পন্ন লোকও মানুষ হইতে পারিত। কি ব্রাহ্ম কি অব্রাহ্ম যোগ্য ব্যক্তিদিগকে গ্রন্থাধ্যক্ষ করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভা অতি সদ্বিবেচনার কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

কি দেশীয় কি বিদেশীয় কি হিন্দু কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টিয়ান কি ব্রাহ্ম কৃতবিদ্য মাত্রে প্রায় সকলেই গ্রাহক হইতে লাগিলেন। যাহাঁদিগের অবস্থা কিছু মন্দ, তাঁহারা সিকি বা অর্দ্ধ মূল্যে পত্রিকা পাইবার আশায় কর্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট আবেদন করিলেন। আমরা এবম্বিধ কত আবেদন গতায়ু তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্য বিবরণের সহিত পাঠ করিয়াছি।

অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদক ও পেপার কমিটীর গ্রন্থ-সম্পাদক ছিলেন। সভার কার্য্যাধিক্য প্রযুক্ত ১৭৬৮ শকের ১১ই পৌষ তারিখে সভার বিশেষ অধিবেশনে তিনি "সভার কর্ম্ম অত্যন্ত বাহুল্য হওয়াতে সহকারী সম্পাদকের যে সমুদায় কর্ম্ম তাহা এক্ষণে আমার দ্বারা উপযুক্ত মতে সম্পন্ন হওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, কেবল পত্রিকার কর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্যেই সমুদায় সময় ক্ষেপণ হয়। অতএব আমার প্রস্তাব এই যে সভার সমুদায় বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্য আমার পরিবর্ত্তে অন্য এক জন সহকারি সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন" এই প্রস্তাব করিলে এবং সভ্যগণ তাহাতে সম্মত হইলে, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় অবৈতনিক সহকারী নিযুক্ত হন; তিনি কেবল পত্রিকাখানি লইয়া রহিলেন। এই সময় তাঁহার বেতন বৃদ্ধি (প্রথমে ৪৫৲ তার পর ৬০৲ টাকা) হয়।

১৭৭২ শকের ৩১এ বৈশাখ তারিখে তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

পোষকতায় শ্রীযুক্ত জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাব "গ্রন্থ-সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া (করা) যায়, কারণ তাঁহাদিগেরই বিশেষ পরিশ্রমে গত বৎসর তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার উৎকর্ষ হেতু সভার উন্নতি হইয়াছে" গৃহীত হয়। ১৭৬৫ হইতে ১৭৭৭ পর্য্যন্ত, এই দ্বাদশ বর্ষ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অতি উন্নত অবস্থা—বঙ্গীয় সাহিত্যের নব যুগোৎপত্তির কাল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনেক দিন হইতে অক্ষয় বাবু অজীর্ণ উদরাময় ও অর্শ রোগে ভুগিতেছিলেন। তাহাতে আবার মানসিক পরিশ্রম অত্যন্ত হওয়াতে শরীর ক্রমশঃ অপটু হইয়া পড়িতে লাগিল। এই অপটুতা নিবন্ধন তিনি রাত্রিকালে অধ্যয়নাদি কোন কার্য্য করিতে পারিতেন না। একদা ১৭৭৭ শকের আষাঢ় মাসে সমাজের উপাসনার সময় হঠাৎ মূর্চ্ছারোগাক্রান্ত হন। উপস্থিত বন্ধুবর্গ তদ্দণ্ডে তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া অনেক কষ্টে সজ্ঞান করেন। এই দুর্ঘটনার কিছু দিন পরে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে বসিয়া এক দিন লিখিতেছেন, এমন সময় তাঁহার উৎকট শিরোরোগের সূত্রপাত হয়। এই বিষম দুশ্চিকিৎস্য

পীড়াপ্রযুক্ত তিনি জন্মের মত তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে কখনও নিমেষের জন্য বিস্মৃত হন নাই। ইহাতে আত্মীয় পরিজনের কথা দূরে থাকুক, সাধারণের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইল না, হইবারও নয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন—"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল; তাহা কেবল এক অক্ষয় বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।" * কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় পত্রিকার উন্নতির মূল না হউক অন্যতম কারণ প্রবন্ধ নির্ব্বাচিনী সভা। ইহাঁর অভাবে পত্রিকার যে অবনতি হইয়াছিল, তাহা আমাদিগের বিবেচনায় শুধু ইহাঁর অভাবে নয়, উল্লিখিত সভার মৃত্যুতেও। ১৭৮১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে সঙ্গে পেপার কমিটীও বিলুপ্ত হইল। সভার বহুমূল্য পুস্তকাদি দ্রব্যজাত ব্রাহ্মসমাজকে প্রদত্ত হইল। ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষগণের যদ্যপি পত্রিকার পুনরুন্নতি করিবার একান্ত বাসনা থাকে, তাহা হইলে বোধ হয় কমিটীকে পুনর্জ্জীবিত করিলে সেই সাধু ইচ্ছা সফল হয়। আমাদিগের সানুনয় অনুরোধ যাঁহাদিগের হস্তে

---

* পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, ২১ পৃষ্ঠা।

কোন সাময়িক পত্রিকা পরিচালনের ভার অর্পিত আছে, তাঁহারা যেন কিছু ব্যয় স্বত্বেও ঐরূপ কমিটী সংস্থাপন বিষয়ে যত্নশীল থাকেন।

১৭৭৫ শকে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় কর্তৃক আত্মীয় সভা * সংস্থাপিত হয়। ইনি সভাপতি ও অক্ষয় বাবু ইহার সম্পাদক হন। পাথুরিয়াঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আদি ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ৺নীলমণি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ইহার সভ্য শ্রেণী-ভুক্ত ছিলেন। সমাজের উপাসনার পর মহর্ষির বাটীতে সভা আহূত হইত। ঈশ্বর-বিষয় আলোচনা করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল। এই সমাজের উপাসনা কার্য্য প্রথমে সংস্কৃত তার পর বাঙ্গালায় তার ব্যাখ্যা এই প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অক্ষয় বাবু ও তাঁহার অনুচর-বর্গ বাঙ্গলায় উপাসনা কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিতে চান। ইহাতে ঠাকুর মহোদয় আপত্তি উত্থাপন করেন; তিনি বলেন যে, এরূপ পরিবর্ত্তন সমাজের নিয়ম বিরুদ্ধ। এই আপত্তি অখণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে ইনি অন্যত্রে উল্লিখিত বাঙ্গালায় উপাসনা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা

---

* পাঠক জানিবেন এই সভা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভা নয়। ইহা স্বতন্ত্র, অল্প দিন মাত্র জীবিত থাকে। রামমোহন রায়ের সভা ১৭৪১ শকে পুনর্জীবিত হইয়া কিছুকাল পরে বিলুপ্ত হয়।

পান। * তদনন্তর একদা উক্ত সভার কার্য্যারম্ভ হইলে মহর্ষি বলিলেন "ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্"। অক্ষয় বাবু বলিলেন "সর্ব্বশক্তিমান্ নন, বিচিত্র শক্তিমান্।" তিনি বলেন "কি! ঈশ্বরের মহিমা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা বিষয়ে আমরা এখনও সন্দিহান"! এই সকল কারণে নানা প্রকার গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়াতে আত্মীয় সভা উঠিয়া যায়।

অক্ষয় বাবু প্রণীত "অনঙ্গ মোহন" ও ভূগোল, এই দুই খানি পুস্তকের বিষয় আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত গ্রন্থদ্বয় তাঁহার প্রথম রচনা। এই দুইখানি প্রকাশের পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হয় নাই। বাস্তব ইহাদিগের এমন কোন বিশেষ গুণ ছিল না, যদ্বারা সাধারণের মন আকৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থদ্বয় যখন প্রচারিত হয়, তখন এমন কি তার পরেও তিনি জনসমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশিত করিবার ও তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। ইহার জন্য তাঁহাকে যে সভার অনুমতি লইতে হইত তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কতিপয় দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে;—

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার নামক যে প্রস্তাব

---

* যথা রাখালদাস হালদার কর্ত্তৃক তখনকার নব-প্রতিষ্ঠিত (এক্ষণে গতায়ু) খিদিরপুর ব্রাহ্মসমাজ।

লিখিয়া থাকেন, তাহা পুস্তকরূপে পুনর্মুদ্রিত করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা আপনারদিগের দৃষ্টির নিমিত্তে প্রেরণ করিতেছি যথা বিধান অনুমতি করিতে আজ্ঞা হয়।

২৮ চৈত্র ১৭৭১ }
তত্ত্ববোধিনী সভা }

শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই স্বচ্ছন্দে মুদ্রিত করুন ইতি

শ্রী রাধা প্রসাদ রায়
শ্রী রামগোপাল ঘোষ
শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রী শ্রীনাথ ঘোষ
শ্রী সত্যচরণ শর্ম্মণঃ

১৭৬৩ শকের মাঘ মাসে "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের" প্রথম, পরবৎসর ঐমাসে ইহার দ্বিতীয়, ভাগ প্রচারিত হয়। ১৭৯৭ শকের মাঘ মাসে "ধর্ম্মনীতি" প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি ইংরাজী গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত এমন কি অনেকাংশে অনুবাদ মাত্র হইলে ও উত্তম গ্রন্থ। রাজনারায়ণ বাবু এতৎসম্বন্ধে বলেন—"অক্ষয় বাবুর প্রণীত বাহ্য বস্তু ও ধর্ম্মনীতি তাঁহার সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ নহে, উহা অনেক পরিমাণে ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র।" * তত্ত্ববোধিনী ও প্রভাকরে যে যে প্রবন্ধ প্রকটিত হয়, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া এবং আরোও কিছু নূতন রচনা করিয়া ১৭৭৪

* বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষক বক্তৃতা, ২৫ পৃষ্ঠা।

শকের শ্রাবণমাসে "চারুপাঠ" প্রথম ভাগ, ১৭৭৬ শকের উক্ত মাসে উহার দ্বিতীয় ভাগ, এবং ১৭৮১ শকের ঐ মাসে উহার তৃতীয় ভাগ বাহির হয়। আমাদিগের দেশে এরূপ বিদ্যালয় অতি বিরল, যাহাতে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ চারুপাঠ না অধীত হয়; তৃতীয় ভাগ অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ। ইহা রচয়িতার ভাব-গাম্ভীর্য্যের পরিচায়ক। যখন বিএ পরীক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্য সন্নিবিষ্ট ছিল, তখন ইহা পাঠ্য ছিল। ১৭৭৮ শকের শ্রাবণ মাসে "পদার্থ বিদ্যা" প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক তদধীনস্থ পাঠশালার নিমিত্ত একখানি পদার্থ বিদ্যা প্রকটিত হইয়াছিল। ইহার পুস্তকখানি তাহার পরিবর্দ্ধিতাবস্থা মাত্র। অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে বিজ্ঞান-সূত্র শিখাইবার জন্য ইহা অপেক্ষা সহজ পুস্তক আর দেখা যায় নাই। প্রেসিডেন্সি ও অন্যান্য বিভাগের ইহা পাঠ্য। ১৭৯২ শকে "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের" প্রথম ভাগ এবং ১৮০৪ শকের চৈত্র মাসে ইহার দ্বিতীয় ভাগ সর্ব্ব সাধারণের হস্তে অর্পিত হয়। প্রথম ভাগের উপক্রমণিকাটি অতি চমৎকারিণী—ইহা ইহার আকর্ষণী-শক্তি-কেন্দ্র। ইহাতে গ্রন্থকারের মনস্বিতা, গবেষণা, যুক্তি-যুক্ততা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও চিন্তাশীলতা প্রতিফলিত হইয়াছে। শরীরের কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় ইনি ইহার দ্বিতীয় ভাগের মত উচ্চ অঙ্গের প্রগাঢ় চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা তিনি আপনি ইহার উপক্রমণিকায় লিখিয়া গিয়াছেন।

আমাদিগের দেশে কি এরূপ দৃষ্টান্ত আর প্রাপ্ত হওয়া যায়? ইহা দ্বারা তাঁহার অনৈসর্গিক ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, দৃষ্টি-বিজ্ঞান, বারি-বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান, শব্দ-বিজ্ঞান, বায়ু-বিজ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করিতে ইচ্ছা করেন। বারি-বিজ্ঞানের কিয়দংশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অস্মদ্দেশের দুরদৃষ্ট যে তাঁহার সাধু ইচ্ছা সকল কার্য্যে পরিণত হইল না।

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসারের অভাব দূর করণার্থে পরম কারণিক পরমেশ্বর যেন বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবুকে তন্নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। ইহাঁদিগের নিকট বঙ্গ ভাষা বিশেষ ঋণী। রাজা রামমোহন রায় ভাষার অনেক উন্নতি সাধন করিয়া যান বটে, কিন্তু উক্ত মহোদয়দ্বয় দ্বারা ইহার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সংসাধিত হইয়াছে। ইহাঁদিগের পূর্ব্বে উহা তেজোহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প রচনোপযোগী ছিল; অশ্লীল কবি পাঁচালী ও পদ্যই তখন অধিক ব্যবহৃত হইত। ইহাঁরাই ভাষা সঙ্কীর্ণতা ও অভাব দূর করেন। যত দিন বঙ্গ ভাষা থাকিবে, তত দিন অক্ষয়কুমারের অক্ষয়কীর্ত্তি বিরাজ করিবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব পুরাবৃত্তাদির সমুদ্র হইতে অনেক পরিশ্রমে ইনি মহা-মূল্য মণি মুক্তাদি সংগ্রহ করিয়া উহাকে সাজাইয়া গিয়াছেন। ইহাঁ কর্ত্তৃক সুসম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিয়া এক দিবস অস্মদ্দেশীয় ডিমস্থেনিস্ সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী বাবু রামগোপাল ঘোষ ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ীকে সম্বো-

ধন করিয়া বলিয়াছিলেন "রামতনু! রামতনু! বাঙ্গালা ভাষায় গভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ!" রাজনারায়ণ বাবু বলেন—"অক্ষয় বাবু বর্ত্তমান বঙ্গভাষার একজন প্রধান নির্ম্মাতা।" * অপর প্রধান নির্ম্মাতার নামোল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। এখনকার অভিনব গ্রন্থকারেরা ইহাঁদিগের নিকট হইতে স্ব স্ব আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। অক্ষয় বাবুর ভাষার ওজস্বিতায় ও মধুরতায় কেনা বিমোহিত হয়? শোক-সন্তপ্ত-ব্যক্তি ও ইহাতে ক্ষণেক কালের নিমিত্ত চিত্ত-প্রসাদ প্রাপ্ত হয়। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই ইহা অনায়াসে বোধ গম্য। ইনি অতি কঠিন গুরুতর বিষয় গুলিতে হস্তক্ষেপ করিলে সেগুলি বিশদ ও হৃদয় গ্রাহী হইয়া উঠিত। ইনি যে সকল নূতন শব্দ প্রস্তুত করেন; তন্মধ্যে কতকগুলি প্রচলিত, কতকগুলি এড্‌মণ্ড বর্ক কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত spheterize কথার ন্যায় হইতেছে। 'ধনী' 'মানী' 'জ্ঞানী' প্রভৃতি সংস্কৃত ইন্ ভাগান্ত শব্দগুলি বাঙ্গালায় কেবল কর্ত্তৃকারকের একবচনে দীর্ঘ ঈকারান্ত, তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রে হ্রস্ব ইকারান্ত হইত। ইনি সে প্রয়োগ রহিত করিয়া সকল বিভক্তি ও সকল বচনে দীর্ঘ ঈকারান্ত লিখিবার নিয়ম করেন। †

ভাষা পরিবর্ত্তশীল। সমাজ ও শরীরীর ন্যায় ইহারও

---

* বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, ২৩ পৃষ্ঠা।

† ১৭৭৫ শকের ফাল্গুন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

উৎপত্তি, স্থিতি, পরিবর্ত্তন ও মৃত্যু আছে। ট্রেঞ্চ যথার্থ বলিয়াছেন ;—A living language therefore is one which abundantly deserves this name ; for it is one in which spoken as it is by living men, a *vital* formative energy is still at work·· ··· ···· It is therefore gaining and losing. It is a tree in which the vital sap is circulating yet, ascending from the roots into the branches ; and as this works, new leaves are continually being put forth by it, old are dying and dropping away. * বড় অধিক দিনের কথা নয় 'আমারদিগকে' 'তাহারদিগের' 'কহিবেক' 'যাইবেক' ইত্যাদি প্রচলিত ছিল, এক্ষণে নাই বলিলেই হয়। ভবভূতির ন্যায় সমাস-ঘটা অক্ষয়বাবুর রচনার কিছু দোষ হইলেও তাঁহার ভাষা অতি চমৎকারিণী। যদ্যপি পরিবর্ত্তগুণে ইহা অপেক্ষা উত্তম ভাষা কাহারও লেখনী প্রসূত হয়, তাহাতে যে তাঁহার লিপি-সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইবে, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। আমেরিকার ভুবন বিখ্যাত গ্রন্থকার আর্ভিং যথার্থ কবি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—His writings, therefore, contain the spirit, the aroma, if I may use the phrase, of the age in which he lives. They are caskets, which enclose within a small compass the wealth of the language—its family jewels, which are thus transmitted in a portable form to posterity. The setting may oc-

* English Past and Present, p. p. 41,42.

casionally be antiquated, and require now and then to be renewed, as in the case of Chaucer; but the brilliancy and intrinsic value of the gems continue unaltered. অক্ষয় বাবু সম্বন্ধে আমরা মুক্ত কণ্ঠে ঐকথাগুলি বলিতে পারি।

সুবিখ্যাত ইংরাজী সাহিত্য-গৌরব স্পেক্টেটর-সম্পাদক দণ্ডায়মান হইয়া বারকত দুটি কথার ঊর্দ্ধ আর বলিতে পারিলেন না। হাস্যাস্পদ হইলেন, সভাস্থ একজন সম্ভ্রান্ত লোক ব্যঙ্গ পর্য্যন্ত করিলেন—অবশেষে নিরস্ত হইয়া অধো-বদনে আসন পুনর্গ্রহণ করিলেন। লিখিবার ও বলিবার দুই ক্ষমতা অনেকের থাকে না। কিন্তু ঈশ্বর অক্ষয়বাবুকে দুটির কোনওটিতেও বঞ্চিত করেন নাই। ইহাঁর বক্তৃতা করিবার ও শক্তি ছিল। একদিকে ইহাঁর লেখনী প্রসূত ভাষা যেমন মণি মুক্তাদি মহামূল্য আভরণ তত্ত্ববোধিনীকে বিভূষিত করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিত, অপর দিকে ইহাঁর কণ্ঠনিঃসৃত সুললিত ভাষায় শ্রোতৃবর্গ বিমো-হিত হইত। বাঁশবেড়িয়া, ভবানীপুর ও কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইনি যে সমস্ত বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করিতেন, আক্ষেপের বিষয় সেগুলি সংরক্ষিত হয় নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেই সময়ের নব-প্রতিষ্ঠিত আদর্শ (মডেল) বিদ্যালয় সকলের শিক্ষকতা পদের নিমিত্ত যাঁহারা প্রার্থী থাকিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্প লোক বিশেষ শিক্ষা ব্যতীত অধ্যাপনা কার্য্যে সমর্থ। এই অভাব মোচনার্থ একটি নর্ম্মাল বিদ্যালয় সংস্থাপনের যুক্তিযুক্ততা ও অত্যাবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া তখনকার ডাইরেক্টর উইলিয়ম্ গর্ডন ইয়ং সাহেব মহোদয়ের নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রেরিত হয়। ইনি আবেদন গ্রাহ্য করিলে গবর্ণমেণ্টের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় তখন ইন্সপেক্টর ও সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল্; তাঁহার অনুজ ৺ দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় আসিট্যাণ্ট প্রিন্সিপ্যাল্। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শিক্ষা বিভাগের দুই জন সব-ইন্সপেক্টর প্রথমতঃ বিদ্যালয়টির অধ্যাপনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। পরে গবর্ণমেণ্ট অচিরে সম্মতি প্রদান করিলে ঐ মাসের ১৭ই তারিখে উহা প্রকৃত পক্ষে সংস্থাপিত হয়। নর্ম্মাল স্কুল তখন উক্ত কলেজের অধীনে ছিল; বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। পীড়া ও অন্য কোন কারণবশতঃ অক্ষয়বাবু তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণেচ্ছুক হন। এ অবস্থায় যখন

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণের কথা বলিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত বলিলেন "তাহলে বাঁচি।" * তত্ত্বাবধায়ক, ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের নিকট অক্ষয় বাবুর পক্ষে বলেন। শুধু তাঁহারই যত্নে ইনি ১৫০৲ শত টাকা বেতনে উক্ত পদে নিযুক্ত হন। পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি ৫০৲ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষক হন। পৃথক্ বাটী না থাকাতে নর্ম্মাল স্কুলের কার্য্য সংস্কৃত-কলেজ-ভবনে আরম্ভ হয়। এখানে কি গবর্ণমেণ্ট পাঠশালায় (কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট মডেল স্কুল, যাহা এক্ষণে নর্ম্মাল স্কুলের সহিত ৬৮ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট ৺ মথুর সেনের বাটীতে) স্থান কুলান না হওয়াতে বিদ্যালয়ের কার্য্য প্রাতে ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত হইত। ইহাতে অত্যন্ত অসুবিধা হওয়াতে ইংরাজী ১৮৫৬ সালের অগষ্ট মাসে ৭০৲ টাকায় স্কুল অব্ ইন্ডষ্ট্রীএল আর্টের কিয়দংশ ভাড়া লইয়া তথায় বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়। এই সময় গণিত শিখাইবার নিমিত্ত ৪০৲ টাকা বেতনে বাবু রাজকৃষ্ণ গুপ্ত নিযুক্ত হন। বাচস্পতি মহাশয় বাঙ্গালা ও সংস্কৃত, আর অক্ষয় বাবু ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দান করিতেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় শিরোরোগে তাঁহাকে দীর্ঘকাল এখানে থাকিতে হইল না। এক বৎসর পরে

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা গুলি এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

অর্থাৎ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট মাসে এরূপ পীড়িত যে, প্রথম একবারে এক বৎসরের জন্য, তার পর ছয় মাস করিয়া দুইবার, অবকাশ প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন। মৃত মহাত্মা রামকমল ভট্টাচার্য্য 'এতাবৎকালে ইহাঁর প্রতিনিধি' হন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট মাসে ইনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। প্রতিনিধি পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য্য ঐ পদ প্রাপ্ত হন। তদনন্তর নর্ম্মাল বিদ্যালয় ও তৎসংশ্লিষ্ট গবর্ণমেণ্ট পাঠশালার ভার ইন্সপেক্টার হেনরি উড্রো মহোদয়ের হস্তে সমর্পিত হয় এবং বিদ্যালয়দ্বয় তখনকার ১৩১ সংখ্যক বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম ছিলেন; কিন্তু প্রার্থনার আবশ্যকতা* স্বীকার করিতেন না। একদা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পর্য্যটন করিয়া যখন পীড়িতাবস্থায় নৌকা করিয়া চুপীর বাটীতে প্রত্যাগমন করেন, তখন তিনি আরোগ্য লাভের জন্য গৃহ-প্রতিষ্ঠিত নারায়ণের নিকট সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। কিন্তু পৌত্তলিকও ছিলেন না। তবে কি ছিলেন? তিনি যাহা ছিলেন, তাহার সম্বন্ধে তাঁহার পরম সুহৃৎ বিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে প্রকাশিত হইল ;—

---

* এই সমীকরণ দ্বারা তিনি একদা প্রার্থনার অনাবশ্যকতা প্রমাণ করেন :—পরিশ্রম = শস্য ; প্রার্থনাও পরিশ্রম = শস্য, অতএব প্রার্থনার শক্তি = ০

The Babu long ago abjured his belief in Brahmoism and turned an agnostic. This change in his opinion could be proved by passages in his work on Hindu Sects.

কেনা বলিবেন অক্ষয় বাবু অনেক প্রকারে দেশের হিতসাধন করিয়া যান। কেনা ইহাও বলিবেন যে, তাঁহার কি, কাহাঁরও অযথা গৌরব বৃদ্ধি করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। তিনি যাহা করেন নাই, সে বিষয়ের আমরা উল্লেখ করিতাম না; কিন্তু যখন দেখিতেছি যে, তিনি কতকগুলি কার্য্যের কারণ স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছেন অথচ প্রকৃত পক্ষে তিনি তাহা নহে, তখন সত্যের অনুরোধে আমাদিগের আর মৌনাবলম্বন করা বিধেয় নহে। "বেদ অভ্রান্ত ও ঈশ্বর প্রণীত" এই মত এবং পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে নিরাকরণও 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ সঙ্কলন বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তা করা * প্রভৃতি কার্য্য যে তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। ব্রাহ্মধর্ম্ম সঙ্কলন করিবার সময়, তিনি কোনও রূপে মহর্ষির সহায়তা করেন নাই। তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্যে অক্ষয় বাবুর কোন কোন লেখা আছে। তাহাও মহর্ষির দ্বারা সংশোধিত। আদি ব্রাহ্ম-সমাজে 'বেদ ঈশ্বর প্রণীত ও অভ্রান্ত' এই মত এক সময়ে

---

* The *Indian Messenger*, Sunday May, 30 1886.

ছিল। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা তদনুযায়ী উপদেশ ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন নামে জনৈক উপাচার্য্য রাম-অবতার বিষয় পর্য্যন্ত বেদি হইতে বক্তৃতা করেন। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র ঠাকুর এই মত রহিত করেন। তিনি ইহাতে কখনও বিশ্বাস করেন নাই। * এস্থলে আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম যে, তখনকার সাপ্তাহিক মিরর দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস এই ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে। আদি ব্রাহ্মসমাজে কথনও পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিধি ছিল না; অক্ষয় বাবুর কর্ত্তৃকও তাহা রহিত হয় নাই। একবার কাঁচড়াপাড়া নিবাসী লোকনাথ রায় ও জগচ্চন্দ্র রায় মহাশয়দিগের বাটীতে শ্রীধর ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক এরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু বিশেষ রূপ অনুরুদ্ধ হইয়া ইহাতে মত দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই এক বিশেষ ঘটনা, এরূপ কার্য্যের আর কুত্রাপিও অনুষ্ঠান হয় নাই। ইহার জন্য আমরা ঠাকুর মহোদয়ের প্রতি কোন দোষারোপ করিতে পারি না; যেহেতু নিরীশ্বর হইয়া থাকা অপেক্ষা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া কোনও প্রকারে তাঁহার উপাসনা করা বরং ভাল।

* পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত ৩১ ও ৩২ পৃষ্ঠা; ৭ম কল্প, ১ম ভাগ, ২৯২ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার "প্রত্যভিনন্দন" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ।

অক্ষয় বাবু জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কেমন করিয়া ক খ শিখাইয়াছিলেন, সে বিষয় আমরা এস্থলে কিছু বলিতেছি। পিতা-পুত্রে সম্মুখীন হইয়া একটি ক্ষুদ্র মাটীর গুলি (ভাঁটা) লইতেন। তিনি ক বলিয়া সেটি পুত্রের দিকে, পুত্র পাইবা মাত্র খ বলিয়া পিতার দিকে নিক্ষেপ করিতেন। এই প্রকারে সমস্ত বর্ণ ক্রীড়ার ছলে অবলীলা ক্রমে অভ্যস্থ হইলে পরে অক্ষর পরিচয় হইত। ইহাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাহারও কষ্ট বোধ হইত না।

পৃথিবীতে যত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন, সকলেরই প্রগাঢ় মাতৃভক্তি ছিল। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, ইহা মহত্ত্বের প্রধান লক্ষণ। আমরা অবগত আছি ৺ দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয় এরূপ মাতৃভক্ত ছিলেন যে, কার্য্যস্থলে — বিচারালয়ে—গমন করিবার সময় জননীর পদ ধূলি শিরে ধারণ না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন না। বাস্তবিকই জননী ও জন্ম-ভূমি স্বর্গ অপেক্ষা যে গরীয়সী তাহা সাধু ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারে না। লোকে যে পরিমাণে অসাধু হইবে, তদনুযায়ী তাহার হৃদয়ে মাতৃভক্তির হ্রাসতা লক্ষিত হইবে। মহাত্মা অক্ষয়কুমারের মাতৃভক্তি আদর্শ স্থানীয়। ওলিম্পিয়সের বিরুদ্ধে মহাবীর আলেকজাণ্ডার সকাশে আণ্টিপেটর অভিযোগ করিলে তিনি বলিয়া ছিলেন যে, "আণ্টিপেটর জানেন না যে মাতার এক বিন্দু অশ্রু জল তাঁহার শত শত পত্র বিলুপ্ত করিতে পারে।" ওলিম্পিয়স মন্দ-স্বভাব-বিশিষ্টা হই-

লেও মহাবীর এই কথা বলিয়াছিলেন। অক্ষয় বাবু অতি কর্ত্তব্য পরায়ণ মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি মাত্রাজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে যে, তিনি এক মাত।র আদেশানুবর্ত্তী হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরমোহন দত্তের স্বচ্ছল সংসার পরিত্যাগ করিয়া দুঃখের পৃথক্ সংসার আরম্ভ করেন। ইহাঁর মাতৃভক্তির অনেক দৃষ্টান্ত আছে, বাহুল্য ভয়ে এস্থলে সে সমস্ত প্রকটিত হইল না। আমরা একটির উল্লেখ করিতেছি। ইনি যখন অতি তরুণ বয়স্ক, তখন সংস্কৃততে ২।১ টি শ্লোক রচনা করেন, তাহার মধ্যে

প্রত্যক্ষ দেবতা মাতুশ্চরণং কমলায়তে।
অঙ্গুল্যশ্চ দলায়ন্তে, মনোমে ভ্রমরায়তে॥

একটি। ইহার অর্থ এই যে, মাতা প্রত্যক্ষ দেবতা, ইহাঁর চরণ কমলে অঙ্গুলিরূপ পাপড়ি আছে। আমার মন এই পদ্মের ভ্রমর। এত অল্প বয়সে কি মাতৃভক্তি! বয়োবৃদ্ধি সহকারে ইহাঁর মাতৃভক্তিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সুবিখ্যাত পণ্ডিত হেনের এরূপ স্মারকতা শক্তি ছিল যে, একদা কোন এক মহানগরীর প্রকাণ্ড পুস্তকালয়ে অসংখ্য গ্রন্থরাশির মধ্যে একখানি পাঠ করিয়া আসেন। কয়েক বৎসর পর তাঁহার সেই পুস্তক পাঠের কথা উত্থাপিত হইলে, তিনি উহা সেখানকার পুস্তকালয়ের কোন স্থানে, কোন থাকে আছে, এবং ইহার নম্বর কত, সমস্ত ঠিক বলিয়া দেন। তাঁহার বন্ধু তথায় যাইয়া ঠিক সেই স্থানে, সেই সংখ্যায়, সেই গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হইয়া স্তম্ভিত

হইলেন। কি অসাধারণ স্মরণ-শক্তি! এ প্রকার স্মরণ শক্তি না থাকিলে, কেহ কি কখনও বড় হইতে পারেন? মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্তের স্মরণ-শক্তি তদ্রূপ ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রকাণ্ড পুস্তকালয়ে, এরূপ গ্রন্থ অতি অল্প আছে, যাহা ইনি পড়িয়া পেন্সিল দিয়া তাহার প্রয়োজনীয় স্থানগুলি চিহ্নিত না করিয়াছিলেন। অধীত পুস্তকগুলি যে যে স্থানে রাখা হইত, তাহাও তাঁহার স্মরণ থাকিত। বহুদিন পরে বালিগ্রামে পীড়িতাবস্থায় অবস্থিতি কালীন (বোধ হয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয়ভাগ লিখিবার সময়) সমাজের একখানি পুস্তক ইহাঁর আবশ্যক হইলে, লোক দ্বারা উহা কোন স্থানে ছিল তাহাও বলিয়া দেন। কর্ম্মচারী উহা লইয়া যাইলে একবারেই চিহ্নিত পৃষ্ঠা খুলিতে আদেশ করেন। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ঠিক সেই পৃষ্ঠায় অভি-লষিত বিষয়টি পাওয়া যাইত। আমরা এই বিবরণটি আদি ব্রাহ্মসমাজের জনৈক কর্ম্মচারীর নিকট শ্রবণ করিয়া বিস্ময়া-ন্বিত হইয়াছি। ইনি অতি সামান্য ঘটনাটিও মনে রাখি-বার জন্য নোটবহি ও পঞ্জিকার পার্শ্বে লিখিয়া রাখিতেন।

ইনি অতিশয় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। কোন বিষয়ে যত তথ্য পাওয়া সম্ভব, সমস্ত অনুসন্ধান করিতেন। আমরা যাহা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকি, ইনি তাহা হইতে কত সার সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করা-ইতেন। ইহাঁর রচনার প্রতি পংক্তিতে ও আহ্নিক কার্য্য বিবরণে অনুসন্ধিৎসার ভূরিভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইংরাজীতে যাহাকে true to words অথ কথা তেমনি কায, তাহা ইহাঁর ছিল। ইনি যাহা ব... তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন। কর্ত্তব্যপরায়ণতা ইহাঁর আর একটি মহদ্‌গুণ ছিল। যখন যাহা করিতে হইবে, তাহাতে ইনি কুত্রাপি ঔদাস্য প্রকাশ করিতেন না। কর্ত্তব্য জ্ঞান যে একটি অমূল্য নিধি, তাহা আমাদিগের দেশের অশিক্ষিতের কথা দূরে থাকুক, অনেক শিক্ষিতের ও নাই। ইহা সম্বন্ধে দুইজন মহাত্মা লিখিয়াছেন ;—

Stern daughter of the voice of God,
O duty ! if that name thou love,
Who art a light to guide, a rod
To check the erring and reprove ;
Thou who art victory and law,
When empty terrors over-awe,
From vain temptations dost set free,
And calm'st the weary strife of
frail humanity! *Wordsworth.*

There is however one danger to be guarded against, namely, the opinion that your genius or your literary acquirements are such as to warrant you in disregarding the calling in which you are, and by which you gain your bread.—*Cobbett.*

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অক্ষয় বাবু দুরন্ত রোগাক্রান্ত হইলেন। শরীরের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাব হইতে লাগিল। এ অবস্থায় লোকে সচরাচর আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের নিকট বাস করিতে চায়। কিন্তু ইনি যে মহানগরী কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে অবস্থিতি করেন,তাহার প্রধান কারণ পারিবারিক অশান্তি। ইনি প্রথমে পূর্ব্ব বাসস্থান খিদিরপুরে গিয়া পুনর্ব্বার বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু সেখানে মনো-মত স্থান পাইলেন না, বলিয়া বালিগ্রামে গিয়া বাস করেন। ঠিক গঙ্গার উপরে অনুমান একবিঘা পরিমাণ একখণ্ড ভূ-মিতে তাঁহার রুচি অনুযায়ী গৃহ নির্ম্মিত হয়। ইহার অঙ্গনে একটি অতি রমণীয় উদ্যান আছে। উদ্যানের নাম 'শোভনোদ্যান।' ইহা ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহাতে অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মহামূল্য স্বদেশীয় ও বিদেশীয় নানা জাতীয় বৃক্ষ, লতা গুল্মাদি আছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহা একটি ক্ষুদ্র শিবপুরস্থ রাজকীয় উদ্যান। আগন্তুক ভদ্রলোকদিগকে ইনি যত্নের সহিত উদ্যানস্থ বৃক্ষ লতাদির বিষয় বুঝাইয়া দিতেন। কোন কোনটির পত্র হস্তে ঘর্ষণ করিয়া তাঁহা-দিগকে আঘ্রাণ গ্রহণ করিতে বলিতেন। কোনটি হইতে কর্পূরের কোনটি হইতে গোলাপের কোনটি হইতে অন্য প্রকার সুগন্ধ নির্গত হইত। শোভনোদ্যানই ইঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। যখন শিরঃপীড়ায় কাতর হইতেন, তখন

ইহাতে বিচরণ করিয়া কথঞ্চিৎ উপশম অনুভব করিতেন। এতদ্ভিন্ন, প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় বৃক্ষগুলির পালন কার্য্যে রত থাকিতেন। অধিক কি বলিব শোকনোদ্যানে উপবেশন করিয়া ইহাঁর প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ, সংস্থাপন করেন।

ইহাঁর গৃহ-সামগ্রী ও গৃহ-সজ্জার বিষয় উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে, ঘরগুলির বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। এগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বায়ু সঞ্চলনের কোনও রূপ প্রতিবন্ধক নাই। ইহাঁর গৃহ-সজ্জার কোন আড়ম্বর নাই। দেখিলেই অনায়াসে বোধ হয় যে ইটি কোন বৈজ্ঞানিকের ঘর। নানা বর্ণের কত প্রকার শঙ্খ, শম্বুক, প্রস্তরীভূত জীবজন্তু, উদ্ভিদ, আকরীয় ধাতু, প্রবাল, স্ফটিক, অনুবীক্ষণ যন্ত্র, তাপমান যন্ত্র, ব্যাঘ্র চর্ম্ম, সর্প চর্ম্ম, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন দেশের তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা, রামমোহন রায়, ডারউইন, নিউটন, হক্স্লি ও জন ষ্টুয়ার্ট মিলের প্রতিকৃতি; ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভূতত্ত্ব ও প্রাণিতত্ত্ব বিদ্যাবিষয়ক চিত্রাবলী; পুরাতন ভারতবর্ষের মানচিত্র; তাজমহলের ছবি; কত প্রকার শিল্প কার্য্য ইত্যাদি আরও কত সুশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে মহা মূল্য দ্রব্য সকল ছিল। পাঠক বৃন্দের ধৈর্য্য-চ্যুতি আশঙ্কায় সে সমস্তের একখানি সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিলাম না। একজন ইংরাজ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে লোকের সংসর্গ, পুস্তক, ও গৃহের ছবি দেখিলে অনায়াসে জানিতে পারা যায় সে কেমন লোক। অক্ষয় বাবুর গৃহ-সামগ্রী ও গৃহ-

সম্জায় স্পষ্ট জানা যায় তিনি কিরূপ লোকছিলেন। ইহাতে তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে মত ও বিশ্বাসের কি কিছু আভাস পাওয়া যায় না? কলিকাতার প্রদর্শনীতে শিল্প সম্বন্ধীয় হউক, বা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় হউক যে দ্রব্যটি উৎকৃষ্ট ও শিক্ষোপযোগী বলিয়া বোধ হইত, তিনি তাহা তদ্দণ্ডে ক্রয় করিয়া গৃহে আনয়ন করিতেন।

ভ্রমণ দ্বারা যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ হয়, অনেক পুস্তক পাঠ করিলে সেরূপ হয় কিনা সন্দেহ। এতৎ সম্বন্ধে জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থকার গোল্ডস্মিথ্ যাহা বলেন, তাহা আমরা এস্থলে সন্নিবেশিত করিলাম,—From Zerdust down to him of Tyanea, I honour all those great names who endeavour to unite the world by their travels: such men grew wiser as well as b tter, the farther they departed from home, and seemed like rivers, whose streams are not only increased, but refined, as they travel from their source. অপিচ, গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া সে সকল রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা কম, ভ্রমণে তাহা আরোগ্য হইতে পারে। মাননীয় রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার স্মরণার্থে হিন্দুস্কুলে যে সভা হয়, তাহাতে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল্ ডাক্তার স্মিথ্ বলেন যে, আজকাল এদেশের বড় লোক-দিগের মধ্যে অনেকের বহুমূত্র রোগে অকাল মৃত্যু হই-তেছে, ইহার কারণ তাঁহাদিগের পরিভ্রমণ ও সঞ্চরণের

অভ্যাস না থাকা। অক্ষয় বাবুর অন্তরে ভ্রমণেচ্ছা অতিশয় বলবতী ছিল। ইনি অজ্ঞাতসারে ভ্রমণ করিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও রাজ মহলের অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন। কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানগুলি দেখিয়া বেড়াইয়া তথ্যানুসন্ধান করতঃ পরম প্রীত হইতেন। মেটিয়াবরুজে এক্ষণে যে বাটীতে অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব অধিপতি বাস করিতেছেন, পূর্ব্বে তথায় সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পিল্ সাহেব থাকিতেন। ইহার উদ্যানটি অতি মনোহর ছিল। অনেক ভদ্র লোক তাহা দেখিতে আসিতেন। উদ্যান-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন-কৌতুকাবিষ্ট অক্ষয় বাবু তাহাতে বিচরণ করিতে যাইতেন। চাকদহের নিকটবর্ত্তী মানপুর গ্রামে ইঁহার পিসতুত ভাই রামধন বসুর বাটী ছিল। বসুজর বাটী হইতে কিয়দ্দূরে 'বক্তেচণ্ডীরবিল' নামে একটি প্রকাণ্ড পদ্মপুষ্করিণী ছিল। ইনি তাহা দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হন। পীড়িতাবস্থায়ও এই মহানগরী কলিকাতাস্থ কৌতুকাগারে ও ইংরাজী ১৮৮৪—৮৫ সালের আন্তর্জাতীয় প্রদর্শনী ও শিবপুরস্থ গবর্ণমেণ্ট উদ্ভিদ-বিদ্যা-বিষয়ক উদ্যান ইনি অনেকবার দেখিতে যান। ইনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় বায়ু সেবনে নির্গত হইয়া, ন্যূনাধিক অর্দ্ধ ক্রোশ বেড়াইতেন। এদিকে বাটীর নিকট কেহ কুঠার দ্বারা রন্ধনের কাষ্ঠ কাটিতে আসিলে, তাহাকে কিছু পয়সা দিয়া একটু দূরে যাইয়া কাটিতে বলিতেন—কাষ্ঠ কাটিবারও শব্দ

সহ্য হইত না; এদিকে বাটীর নিকটবর্ত্তী রাস্তার অপর পার্শ্বে একজন স্বর্ণকারের অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিবার শব্দের জ্বালায় তাহার ভূমি-সম্পত্তির যথা মূল্যাপেক্ষায় অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া তাহাকে তথা হইতে স্থানান্তরিত করিলেন; এদিকে নিকটের লোককে ধীরে ধীরে অতি সাবধানে কথা কহিতে হইত; ওদিকে আবার কোলাহলপূর্ণ ও বহুলোক সমাকীর্ণ প্রদর্শনীতে ও কৌতুকাগারে গমন করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। কি জ্ঞানতৃষ্ণা!

অনেকের বিশ্বাস অক্ষয় বাবু নিরামিষভোজী ছিলেন। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। 'বাহ্য বস্তু' লিখিবার পর কিছু দিন তিনি আমিষ ভোজন করেন নাই, সত্য। ইহাতে যদ্যপি তাঁহাকে নিরামিষভোজী বলা যায়, যাউক, কিন্তু আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। অতি অল্প দিন ব্যতীত তিনি বরাবর মৎস্যাদি ভক্ষণ ও তিনি ঔষধার্থে নির্দ্ধারিত পরিমাণে সুরাপানও করিতেন। ইদানীন্তন মদ্‌গুর প্রভৃতি মৎস্য ভিন্ন আহার করিতেন না। যে দিবস ইহাঁর মৃত্যু হয়, সে দিবসও এ নিয়মের ব্যভিচার হয় নাই। তাঁহার আহার বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল;—

আমিষ অবিধি বোলে, যে করেছে গোল।
সে এখন নিত্য খায়, শামুকের ঝোল॥
নোদে শান্তিপুর ফিরে, ফিরিয়া হুগলি।
শেষ করিয়াছে যত, দেশের গুগলি॥

নিরামিষ আহারেতে, ঠেকেছেন শিখে।
ঘুরিতেছে মাথামুণ্ড, মাথামুণ্ড লিখে॥
কোথা তার "বাহ্য বস্তু" মানব প্রকৃতি।
এখন ঘটেছে তায়, বিষম বিকৃতি॥
উদরের রোগে আর, অর্শে পায় দুখ।
দিবানিশি মাথা ঘোরে, সদাই অসুখ॥
মত চালাবার তরে, লিখিলেন বই।
এখন সে লিখিবার, শক্তি তার কই?
কলম ধরিলে হাতে মাথা যায় ঘুরে।
রচনার কালে আর, কথা নাহি স্ফুরে॥
মাস মাছ বিনা আগে, ছিল না আহার।
কিছু দিন করিলেন, বিপরীত তার॥
শেষেতে পেলেন তার, সমুচিত ফল।
ভাসালেন বলবুদ্ধি, হাসালেন দল॥
সমাজ হাসিছে তাঁর, ভাব এঁচে এঁচে।
ঘরে তুলে পাকাঘুঁটি, বসিলেন কেঁচে॥
দায়েপোড়ে পূর্ব্বভাব, ধরিলেন পিছু।
শুধু মাছ মাস নয়, আরো আছে কিছু॥
সমুদয় ফুটে লেখা, না হয় বিহিত।
মসলা চলেছে কত, পানের সহিত॥
ছেড়ে দেও ছেলে খেলা, ফেলে দেও "কুম"।
মাস মাছ ভাত খেয়ে, সুখে দেও ঘুম॥
করো না কো ধুম্ ধাম্ টুম্ টাম আর।
ছিঁড়ে ফেল "বাহ্য বস্তু" সে মত অসার॥

মাখিতেছ "বিষ্ণুতেল" তাই মাখ গায়।
আর যেন ভেবে ভেবে, নাহি ঘটে দায়॥
পাকতেল মাখ আর, নিত্য কর স্নান।
সে রূপ আহার কর, যা হয় বিধান॥
কোটি কোটি গ্রন্থকার, লিখেছেন যাহা।
"কুম" ধোরে একা কেন, কাটো তুমি তাহা?
মনে কর যতদিন, সৃষ্টির বয়েস।
ততদিন আছে এই, মতের আদেশ॥
দ্রব্যের যে গুণ হয়, সব যায় জানা।
যাহে যার রুচি কেন, তুমি কর মানা?
দেশ, দেহ রোগ ভেদে, খাদ্যের বিধান।
কেমনে করিবে তুমি, বিরূপ প্রমাণ?
গুরু হোয়ে উপদেশে, করিয়াছ গোঁড়া।
মিছে মতে আনিয়াছ, গোটা কত ছোঁড়া॥
তোমার হইয়া চেলা, গুরু যারা বলে।
তারা যেন এই মতে, আর নাহি চলে॥
ওহে ভাই যদি চাও, নিজ উপকার।
অক্ষয়ের মতে তবে, চলোনাকো আর॥
শেষে তুমি চেলা হও, মন করি কষা।
আগে গিয়ে দেখে এসো, গুরুজির দশা॥
সেই গুরু গুরু হয়, গুরু বোধ যার।
গুরু নিজে লঘু হোলে, কিসে হবে পার?

ইনি বাল্যাবস্থা হইতে বেশ আহার করিতে পারিতেন।

সুপারির বড় বড় টুকরা দিয়া পান খাইতেন। পানের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল; যার উর্দ্ধ তিনি খাইতেন না। পূর্ব্বে তামাক খাইতেন; পীড়া হইবার পর হইতে তাহা পরিত্যাগ করেন।

অক্ষয় বাবু গৌরবর্ণ, নাতি দীর্ঘ নাতি খর্ব্বকায় ছিলেন। ইহাঁর মুখাকৃতি দীর্ঘ ছিল। ইদানীন্তন পীড়া প্রযুক্ত গাত্রবর্ণ কিছু মলিন আর তৈলমর্দ্দন হেতু সম্মুখের কেশগুলি ছোট হইয়া গিয়াছিল। অসামান্য ধীশক্তির আধার-প্রশস্ত-ললাট-দেশ ছিল। এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে। এক দিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের বৈঠকখানায় খ্যাতনামা শিরঃকোষ্টীবিৎ কালীকুমার দাস ইহাঁর ললাট-দেশ অবলোকন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, I see a crown of intellect over his forehead (আমি ইহাঁর ললাট-দেশে মেধার মুকুট দেখিতেছি।) ইহার দন্তগুলি বড় বড়, একটিও পড়ে নাই, এবং এরূপ দৃঢ়িষ্ঠ ছিল যে, তিনি যে সকল সুপারির টুকরা অক্লেশে চর্ব্বণ করিতেন, তাহা অতি কষ্টে যুবক যুবতীর দন্তস্ফুট হয়। গোঁপ বড় ও দক্ষিণ চক্ষুটি অপেক্ষাকৃত ছোট ছিল। সাধারণতঃ ইহাঁর প্রকৃতি সুন্দর ও মধুর ছিল।

কি পুস্তক কি অর্থ কি অন্য কিছু যখন যে ব্যক্তি যাহা তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিত, তিনি তাহাকে তাহা দান করিয়া সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেন। এরূপ অনেক ভদ্র লোক বা ভদ্র মহিলা তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেন,

যাহারা দুরবস্থা নিবন্ধন যাচ্ঞা করিতে বাধ্য,অথচ ভদ্রকুলে জন্ম হেতু স্ব স্ব নাম ও ধাম ইত্যাদি বিবরণ অপ্রকাশ রাখিতে ইচ্ছুক। ইহাঁদিগের বিষয়, দাতা ভিন্ন অন্য কেহ জানিতে পারিত না। ভৃত্যবর্গ দ্বারা এই প্রকার দান কার্য্য নিষ্পন্ন হইবার সময়, যাহাতে ইহার বিন্দু মাত্র না ব্যক্ত হয়, তদ্বিষয়ে তাহারা বিশেষরূপে আদিষ্ট হইত। কেহ কোন সাধারণ পুস্তকালয়ের জন্য ইহাঁর গ্রন্থাবলী চাহিলে, ইনি অকাতরে দান করিতেন। বালি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাখালচন্দ্র ঘোষ ইহাঁরই যত্নে ও সাহায্যে ডাক্তার হন। নিঃস্বার্থ-পরোপকারিতা ইহাঁর একটি মহদ্‌-গুণ ছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

১২৯৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ২৭এ মে, ১৮৮৬ সাল বাঙ্গালার একটি দুর্দ্দিন। কি অশুভক্ষণে এই দিন প্রভাত হইয়াছিল! কে জানিত অক্ষয় বাবু এই দিন মানব লীলা সম্বরণ করিবেন? বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! সমস্ত দিনের কথা দূরে থাকুক, সন্ধ্যার সময়ও যেরূপ প্রত্যহ বায়ু সেবন করিয়া আসেন, আসিলেন, তখনও কোনও বিশেষ পীড়া নাই। ইহাঁর বাটী দ্বিতল, ঘরগুলি দোহারা, যেস্থানে বৈজ্ঞানিক দ্রব্যগুলি ও মহাত্মাদিগের প্রতিমূর্ত্তি সুশোভিত আছে, তথায় ইনি বাতায়নগুলি উদ্ঘাটিত করিয়া অনেক রাত্রি

পর্য্যন্ত থাকিতেন। পরে আহার করিবার সময় হইলে গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া আহার করিয়া শয়ন করিতেন। দিনের মধ্যে ৪।৫ বার অল্প করিয়া ও অনেক রাত্রিতে আহার করা ইহাঁর অভ্যাস ছিল। ঐ রাত্রে ক্ষুধা কম ছিল বলিয়া কিছু বিলম্বে আহার করেন, আহারান্তে সুপারির বড় বড় টুকরা (একটা সুপারি চারি টুকরা করা) চিবাইতে চিবাইতে একটি ভয়ানক বিষম লাগিল। এই বিষমই মৃত্যুর কারণ। দুই কস দিয়া লাল বাহির হইতে লাগিল। একটি মাত্র হাঁপি খাইলেন—আর নাই—অমনি দেহ ত্যাগ হইল। বঙ্গের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র নিপতিত হইল। সময় তখন অনুমান ৩টা ১৫ মিনিট। * সেদিন কৃষ্ণপক্ষীয় নবমী তিথি। লোকে অতি সুখের এবং অতি দুঃখের দিন স্মরণ রাখিবার নিমিত্ত লিপিবদ্ধ করে। বঙ্গীয় সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই উচিত জাতীয় দুর্ঘটনা স্বরূপ ঐদিনটি স্মরণ রাখা। পর দিন বেলা ১০।১১টার সময় তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ দত্ত আত্মীয়বর্গ সমেত বালির ঘাটে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। শ্রাদ্ধক্রিয়া সামান্যরূপে সম্পাধা হয়। যেহেতু তিনি এতদুপলক্ষে উইলে ৫০০৲ টাকার অধিক ব্যয় করিতে নিষেধ করিয়া যান।

ইনি শুদ্ধ পুস্তকের আয়ে স্বার্থে ও পরার্থে প্রতি মাসে বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়াও ৩৬হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর কৃত উইলের কিয়দংশ এস্থলে প্রকাশিত হইল ;—

* সংবাদ পত্রের মতে ৩টা ৫৫ মিনিট।

কখন্ আমার মৃত্যু ঘটে তাহার স্থিরতা নাই। এ নিমিত্ত আমার পুত্রাদির পরস্পর ভাবী বৈষয়িক বিবাদ নিবারণার্থে আমি কলকাতার নর্থ ডিবিজনের অন্তঃপাতি মস্‌জিদবাড়ি ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত স্বেচ্ছাধীন স্বচ্ছন্দ মনে এই শেষ উইল করিলাম।

আমি আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা দমদমার নিকটস্থ নিমতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র মিত্র, শোভাবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু, হুগলি জেলার অন্তর্গত পানসেওলা নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এবং গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে মদীয় পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত স্থাবরাস্থাবর সমুদায় বিষয়ের এগ্‌জিকিউটর নিযুক্ত করিলাম। ইহাঁরা আমার মৃত্যুর পর ২০ বিশ বৎসর পর্য্যন্ত আমার পশ্চাল্লিখিত উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন। তৎপরে আমার উক্ত পুত্র ও পৌত্রকে তাহাদের স্বস্ব বিষয় বুঝাইয়া দিবেন এবং উক্ত পুত্রবধূর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

কলিকাতার নর্থ ডিবিজনের অন্তঃপাতি মস্‌জিদ বাড়ি ষ্ট্রীটস্থ আমার ৪৬ ছচল্লিশ নম্বরের বাটি এবং বালি গ্রামের সদর রাস্তার পূর্ব্বধারে কল্যাণেশ্বর শিবের সমীপস্থ যে এক খণ্ড মোকররি মৌরষি ব্রহ্মত্তর জমি ও পুষ্করিণী আছে, তাহা আমার কনিষ্ঠ পুত্র রজনীনাথ দত্ত ও পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রাপ্ত হইবেক। আর ঐ বালিগ্রামের সদর রাস্তার পূর্ব্বধারে দেওয়ানগাজি পিরের আস্তানার নিকট আমার যে ১৪৫ একশত পঁয়তাল্লিশ নম্বর একটি উদ্যান বিশিষ্ট বাটি আছে, তাহা এগ্‌জিকিউটরগণ কোন উপযুক্ত পাত্রকে ভাড়া দিয়া ঐ ভাড়ার টাকা হইতে প্রয়োজন মতে ঐ বাটির মেরামত ইত্যাদি করাইবেন ও বাগান সম্বন্ধে যে কিছু ব্যয় হইবে, তাহাও ঐ ভাড়ার টাকা হইতে

সম্পন্ন করাইবেন। আমার উত্তরাধিকারিগণ ইহার অন্যথা করিতে পারিবেন না।

আমার মৃত্যুর পরে আমার পুস্তক, বসন, ভূষণ, তৈজস, গৃহসজ্জাদি ব্যবহারিক দ্রব্য এবং আমার কৃত সমুদয় গ্রন্থের কাপি-রাইট্ ভিন্ন এবং এক দফার লিখিত খরচ বাদে যদি আমার আর কিছু অস্থাবর বিষয় থাকে, তবে তাহা এগ্‌জিকিউটরগণ ৭ সাত সমানাংশ করিয়া আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দাসীকে এক ভাগ এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রাজমোহিনী দাসীকে এক ভাগ দিবেন। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ধর্ম্মনীতি এবং যদি ভবিষ্যতে আমার প্রণীত স্কুলবুক ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ প্রচারিত হয়, তবে তাহাও সময়ে সময়ে মুদ্রিত করিবার ব্যয়ার্থ উক্ত অস্থাবর বস্তুর ৭ ভাগের অপর এক ভাগ মজুত থাকিবে। ঐ এক ভাগের টাকায় ঐ সকল পুস্তকের যখন যে ভাগ মুদ্রিত হইবেক, সেই সেই ভাগ বিক্রয় করিয়া অগ্রে উক্ত মজুত টাকা পুনঃ সংস্থাপন করাইবেক। পরে আমার উত্তরাধিকারীরা অবশিষ্ট টাকা আমার কৃত নিয়ম অনুসারে ক্রমশঃ লইতে থাকিবেন। এগ্‌জিকিউটরগণ ঐ এক ভাগের টাকা কলিকাতার বাঙ্গাল বেঙ্কে গচ্ছিত রাখিবার এবং প্রয়োজনানুসারে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

আমার মৃত্যুর পর এগ্‌জিকিউটরগণ আমার প্রণীত পূর্ব্বোক্ত চারুপাঠের দ্বিতীয় ভাগের কাপি-রাইট্ আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দাসীকে দিবেন। তিনি উহার উপস্বত্ব যাবজ্জীবন ভোগ করিবেন। কিন্তু ঐ কাপি-রাইট দান বিক্রয় করিতে পারিবেন না। তাঁহার অবর্ত্তমানে এই বিষয় তাঁহার উত্তরাধিকারীরা প্রাপ্ত হইবেন।

আমার মৃত্যুর পরে চারুপাঠের দ্বিতীয় ভাগের মুদ্রিত পুস্তক যতগুলি মজুত থাকিবে, এগ্জিকিউটরগণ তাহাও ঐ বিরাজমোহিনী দাসীকে দিবেন।

পূর্ব্বোক্ত ৭ সাত ভাগের অপর এক ভাগের অর্দ্ধাংশ কলিকাতার ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার অর্থাৎ Indian Association for the Cultivation of Science নামক সভায় দান করিবেন। যাহাতে দুঃখী লোকের দুঃখ বিমোচন হয়,তদর্থে অপর অর্দ্ধাংশ নিয়োজিত করিবেন। পূর্ব্বোক্ত সাত ভাগের অপর এক ভাগ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি ক্রয় করিয়া তাহার উপস্বত্বের অর্দ্ধাংশ হইতে বালি বা উত্তরপাড়া বা কলিকাতাস্থ বা কলিকাতার নিকটস্থ কোন সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকের মধ্যে সেই বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ও কর্ম্মাধ্যক্ষের মতে যে ব্যক্তি যে বৎসর সর্ব্বাপেক্ষা সচ্চরিত্র বলিয়া স্থির হইবে, সেই বৎসর তাহাকে পারিতোষিক স্বরূপ দিবেন। যদি ঐ উপস্বত্ব একজনের অপেক্ষা অধিক সংখ্যক ছাত্রকে দিবার উপযুক্ত হয়, তবে এগ্জিকিউটরগণ আপনাদের বিবেচনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে দিবেন। অপর অর্দ্ধাংশ বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত কোন স্থানের লোকের ব্যায়াম অভ্যাস বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া দিবেন। ঐ গবর্ণমেণ্ট-সিকিউরিটি নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার জন্য কলিকাতার বাঙ্গাল বেঙ্কের ডিপজিট্ ডিপার্টমেণ্টে গচ্ছিত রাখিবেন।

আমার পুস্তক, শঙ্খ, শম্বুক প্রবালাদি সামুদ্রিক জন্তুর পঞ্জর, প্রস্তর ও প্রস্তরীভূত জন্তু-পঞ্জর ও অস্থি ভূতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক ভূগোল„ সংক্রান্ত চিত্রপট ইত্যাদি শিক্ষাদায়ক ও কৌতুকাবহ দ্রব্য সমুদায় যদি ঐ এগ্জিকিউটরগণ আমার কোন উত্তরাধিকারীকে ব্যবহার করিবার উপযুক্ত জ্ঞান

করেন, তবে তাহাকেই দিবেন। নচেৎ কোন সাধারণ লোকের শিক্ষাস্থানে অর্পণ করিবেন।

এগ্‌জিকিউটরগণের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলে অধিকাংশের মতে কার্য্য হইবেক এবং উভয় পক্ষ সমান হইলে যে পক্ষে শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু থাকিবেন, সেই পক্ষের মত গ্রাহ্য হইবেক। ন্যূনকল্পে দুইজন এগ্‌জিকিউটর একত্র হইয়া আমার কিম্বা আমার ষ্টেটের প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে পারিবেন।

এগ্‌জিকিউটরগণের অবসর কালের পূর্ব্বে যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ প্রাণত্যাগ করেন, অথবা কোন বিশিষ্ট কারণ বশতঃ এগ্‌জিকিউটরশিপ পরিত্যাগ করেন, তবে অবশিষ্ট এগ্‌জিকিউটরগণ তৎস্থানে অন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে এগ্‌জিকিউটর নিযুক্ত করিবেন।

সকলই সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় কর্ম্মচারী শ্রীশ্রীরামচন্দ্র রায়ের বিষয় তিনি কিছুই বন্দোবস্ত করিয়া যান নাই। শোভনোদ্যান যদিও এখনও প্রায় পূর্ব্ববৎ আছে, কিন্তু ইহার অবস্থান্তরিত হইবার সম্ভাবনা।

যাবতীয় পত্রিকায় তাঁহার মৃত্যুতে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তৎসমস্ত আদ্যোপান্ত এস্থলে সন্নিবেশিত করা অনাবশ্যক বিবেচনায়, তাহাদিগের কতকগুলির সারাংশ মাত্র এস্থলে প্রকটিত হইল;—বিগত ৩১ বর্ষ মস্তকের পীড়ায় বহুক্লেশ সহ্য করিয়া গত পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার এই মহাপুরুষ স্বর্গধামে যাত্রা করিয়াছেন। সমস্ত বঙ্গদেশ শোকের ঘন তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়াছে।—সঞ্জীবনী। বঙ্গভাষায় অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বঙ্গ সাহিত্য সংসারের উজ্জ্বলরত্ন ধৈর্য্যও

অধ্যাবসায়ের আদর্শ স্থল, স্বদেশ বৎসল কর্ত্তব্য পরায়ণ, প্রখর বুদ্ধি অক্ষয়কুমার দত্ত গত বৃহস্পতিবার সকল পার্থিব যন্ত্রনার হস্ত এড়াইয়া সমগ্র দেশকে অশ্রুরাশিতে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।—ভারতবাসী। তাঁহার ঋণ কি বাঙ্গালী কখনও শুধিতে পারিবে?—বঙ্গবাসী। আজি আমরা গভীর হৃদয়-দুঃখে বলি মর্ত্তে অক্ষয় বাবুর অক্ষয়কীর্ত্তি রহিবে, অমরেও তাহার অক্ষয় কীর্ত্তি দিক-দিগন্ত বিঘোষিত হইক।—সময়। বাঙ্গালা আর একটি রত্ন হারাইল।—এডুকেশন গেজেট। এমন একটী অমূল্য রত্ন হারাইয়া আমরা সকলেই তাঁহার জন্য কাঁদিতেছি, বঙ্গ-বাসী মাত্রেই তাঁহার শোকে মৃয়মান। আমরা প্রস্তাব করি কলিকাতা সেনেট হাউসে অক্ষয়কুমার দত্তের একটী প্রতি মূর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য দেশের লোকে সযত্ন হউন।—সোমপ্রকাশ। আগ্নেয় গিরির ভস্মাবৃত শিখর দেশ হইতে যে বহ্নি জ্বলিতে ছিল তাহা নির্ব্বাপিত হইয়াছে বঙ্গ সাহি-ত্যের কর্ণধার, প্রকৃতির প্রিয় সন্তান, জ্ঞানবান্ অমায়িক নিষ্কলঙ্ক অক্ষয়কুমার দত্ত আর নাই।—সুরভি ও পতাকা। ইহাঁর নিকট বঙ্গ রমণীগণ অল্প ঋণী নহেন, তাঁহারা ইহাঁর স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন করিতে যেন উদাসীন না হন।—বামাবো-ধিনী। যখন প্রকৃত সময় আগমন করিবে, তখন ভারতের অসংখ্য আর্য্য ঋষিগণের পার্শ্বে এই মহাত্মার নাম—প্রকৃত জ্ঞানী, প্রকৃত বীর, প্রকৃত স্বার্থত্যাগী, হিতৈষী বলিয়া পূজিত হইবে। তখন ঘরে ঘরে এই মহাত্মার নাম ভক্তি ও শ্রদ্ধার

সহিত পূজিত হইবে।—নব্য ভারত। তিনি এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার দেহ এই তত্ত্ববোধিনীর পরিচারণায়, একপ্রকার নষ্ট হয়। কি ভাষা কি বিষয় সকল প্রকারেই বঙ্গ সাহিত্য তাঁহার নিকট ঋণী।—তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা। মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের পরলোক গমনে সমস্ত শিক্ষিত বঙ্গদেশ শোক প্রকাশ করিতেছেন। —ধর্ম্মতত্ত্ব। Of all the melancholy events it is our painful duty to record this week the death of Babu Akshoy Coomar Dutta on Thursday last is the most grievous.—The *Hindoo Patriot.* Among the many men who by their labours have contributed to up-build our national literature and to give it a shape and form that will not soon die away, Akhoy Kumar Dutta occupies one of the foremost places, if not indeed the foremost place.—The *Bengalee.* We are sorry to hear of the death of Babu Akhoy Kumar Dutt the well known Bengali author and late editor of the *Tutwabodhini Patrica* at his garden house at Bally on Thursday night last (27th May, 1886.) By his death the Hindu community have sustained a heavy and irreparable loss, and a gap has been caused in field of Bengali literature, which is not likely to be filled up again.—The *Indian Mirror.*

১২৯৩ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ (৩০এ মে) রবিবার, বালি গ্রামে প্রথমে একটি সভার অধিবেশন হয়। তত্রত্য সমস্ত

সম্ভ্রান্ত লোক সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্থিরীকৃত হইল যে, বালীগ্রামে অক্ষয় বাবুর একটি স্মৃতি-চিহ্ন সংস্থাপিত হউক; স্মৃতি চিহ্ন সংস্থাপনার্থে চাঁদা সংগ্রহের জন্য একটি কমিটি সংগঠিত হউক; আর সভাকর্ত্তৃক একখানি খেদসূচক পত্র ৺ মহাত্মার আত্মীয়বর্গের নিকট এবং এই সভার কার্য্য-বিবরণের একখানি অনুলিপি সংবাদ পত্রে প্রেরিত হউক।* ইহার পর, গত ১২৯৩ সালের ৩০এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার বেলা ৫॥ টার সময় ৺সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাটমন্দিরে একটি বৃহতী সভা হয়। এতদুপলক্ষে অনেক ভদ্রলোক বিশেষতঃ মৃত মহাত্মার বন্ধুবর্গ ও গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ সমবেত হন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন এই কথা ছিল, কিন্তু তিনি যথা সময়ে উপস্থিত না হওয়াতে ঢাকার ভূতপূর্ব্ব সব্-জজ্ শ্রীযুক্ত রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর তাহা গ্রহণ করেন। কুমার শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রস্তাবে ও ২৪ পরগণার জজ্ মিঃ এইচ্ বিভেরিজের পোষকতায় স্থিরীকৃত হইল যে, "মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত যাবজ্জীবন প্রভূত যত্ন সহকারে বিজ্ঞান, সাহিত্য ও তত্ত্বদর্শন বিষয়ক বিবিধ রচনার দ্বারা স্বদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া এবং দীর্ঘকাল-ব্যাপী দুঃসহ ব্যাধি যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইয়াও

---

* ১৮৮৬ সালের ২রা জুনের ইণ্ডিয়ান্ মিরর হইতে সংগৃহীত।

অসাধারণ অধ্যবসায় ও অবিচলিত আগ্রহ সহকারে স্বদেশীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্পাদনার্থ আত্ম সমর্পণ করিয়া বঙ্গ সমাজকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গভূমি যে অনির্ব্বচনীয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা অদ্য সমবেত সভ্যগণ শোকার্ত্ত হৃদয়ে লিপিবদ্ধ করিতেছেন।" শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে ও ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়গণের পোষকতায় স্থিরীকৃত হইল যে (১) মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের বিয়োগে বঙ্গ সমাজের অসামান্য ক্ষতির জন্য শোকের ও তাঁহার পবিত্র চরিত্র ও অশেষ গুণ গরিমার জন্য সমাজের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এবং সাহিত্য প্রিয় সহৃদয় লোকের অন্তঃকরণে তাঁহার পবিত্র নাম ও কীর্ত্তি চিরদিন জাগরুক থাকার উপায় স্বরূপ স্মরণ-চিহ্ন সংস্থাপিত করা কর্ত্তব্য। (২) স্মরণ-চিহ্ন সংস্থাপনার্থে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ কর্ত্তৃক একটি সভা সংগঠিত হউক ;—

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ দেব
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি, আই, ই,
মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু (রাজা) প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়
W. C. Bonnerji Esq.
B. De Esq.

কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর,

,, নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর (সম্পাদক ও ধনাধ্যক্ষ)

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

,, ত্রৈলক্যনাথ মিত্র

,, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু

,, ,, নরেন্দ্রনাথ সেন

,, ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

,, ,, অক্ষয়চন্দ্র সরকার

,, ,, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ

,, ,, উমেশচন্দ্র দত্ত

,, ,, গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়

,, ,, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী

,, ,, যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

,, ,, মহেন্দ্রনাথ বসু

,, ,, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

,, ,, কালীপ্রসন্ন ঘোষ

,, ,, দিননাথ দত্ত

,, ,, উপেন্দ্রনাথ মল্লিক

,, ,, ঈশানচন্দ্র মিত্র

,, ,, বলরাম মল্লিক ও

,, ,, কৃষ্ণবেহারী সেন ইত্যাদি

অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় স্মরণ-চিহ্ন সংস্থাপনার্থে

অদ্যাবধি (১) একটিও পয়সা সংগৃহীত হইল না।

ধনবান্ বাঙ্গালী অসার উপাধি লাভের জন্যও বিজাতীয় কর্ম্মচারী-দিগের মনস্তুষ্টির জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত, কিন্তু আপনার দেশ-গৌরব চিরস্মরণীয় মহাত্মাদিগের স্মৃতি-চিহ্ন সংস্থাপনার্থে কি রূপ কাতর, তাহা এস্থলে আর অধিক স্পষ্ট করিয়া লিখিবার আবশ্যক হইতেছে না। যে তাঁহার সর্ব্বনাশ করে, ষোড়শোপচারে তিনি তাহার পূজা করিয়া থাকেন। দেশের কোন হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত ইহাঁর নিকট ভিক্ষা কর, একটি কপর্দ্দকও দিবেন না। অনেকে বলিতে পারেন যে, এ অতি অন্যায় উক্তি—বড় লোকের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ! আমরা সাহস করিয়া বলিতেছি কিছুই অন্যায় নয়, সব ন্যায়; কিছুই মিথ্যা নয়, সব সত্য। আপনি বাঙ্গালী এক জন কৃতবিদ্য দেশ হিতৈষী লোক, আপনি কোন শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন, তন্নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে অগ্রসর হউন, আপনাকে কেহ কিছু দিবেন না। কিন্তু বিজাতীয় কোন লোক কোন বিষয়ের সূত্রপাত করুন, বড় লোকেরা টাকা ঢালিতে পথ পাইবেন না। এস্থলে একজন বিজ্ঞ কেরাণী প্রমুখাৎ একটি সমূলক ঘটনা বিবৃত

(১) ১০ই মার্চ্চ, বুধবার, ১৮৮৭ সাল। পত্রের প্রত্যুত্তরে কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নিকট হইতে এই দিন এই পংক্তিটি পাওয়া গেল;—Sorry to say not a single pice.—N. K.

হইতেছে। কলিকাতাস্থ এক আপীষে একজন বড় দুষ্ট সাহেব ছিল। ইহার হুকুম ছিল Cut down three days' pay for one day's absence অর্থাৎ এক দিনের অনুপস্থিতির জন্য তিন দিনের মাহিয়ানা কাটিবে। পরে যখন হুজুর বিলাত যান, যাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে তিনি জ্বালাতন করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া অতি সমারোহে সেই মহাপুরুষকে বিদায় দান করেন। আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কেরাণী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়! আপনাদিগের এ কিরূপ ব্যবহার? তিনি উত্তর করিলেন "সম্মান প্রদর্শন"। কি আশ্চর্য্য সম্মান প্রদর্শন! মনে মনে ভাবিলাম যে, আপনাদিগের সম্মান প্রদর্শনেরও বাহাদুরি আছে, আপনাদিগের আচরণেরও বাহাদুরি আছে। এতো গেল অর্দ্ধ শিক্ষিত দাসত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ কেরাণীদলের কথা। ইহাঁদিগের মুখে এ কথা শোভা পাইলেও পাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা ধনী মিথ্যা বিদ্যাভিমানী তাঁহারা কি এরূপ করিয়া থাকেন না? যে জাতির এবম্বিধ ব্যবহার তাহার প্রকৃত উন্নতি এখনও অনেক দূরে। আমরা মাদ্রাজীদিগকে তমসাচ্ছন্ন বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকি, কিন্তু দেখ অক্ষয় বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহাদিগের জনৈক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার গোপালরাও পরলোক গমন করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা তাঁহার স্মরণ-চিহ্ন সংস্থাপনার্থে ১০০০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিলেন। এতৎসম্বন্ধে মিরর যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

The Madrassis are no longer a benighted people. They have grown visibly in public spirit in the course of a short time, and are evidently far ahead of us in the appreciation of the worth of their great men, a quality which is essential for becoming great as a nation. It is only a few months ago that Mr. Gopal Rao, one of the worthy men of Madras, died; and his countrymen have already collected seven thousand rupees in order to erect a memorial to him. Our distinguished *literateur* Babu Akhoy Kumar Dutt was a far greater man than Gopal Rao, and what is the amount of money that has been subscribed for his memorial by this time? * * * This is really shameful—The *Indian Mirror*, Thursday October 21, 1886.

পুনশ্চ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত আহমাদবাদ নিবাসী রায় বাহাদুর ভোলানাথ সোরাভাইএর মৃত্যুর দুইমাস পরে, তত্রস্ত লোকে ৬০০০ হাজার টাকা তুলিল। এবিষয়েও উক্ত পত্রিকার মন্তব্য এস্থলের উদ্ধৃত হইল;—

Our countrymen of the Western Presidency know how to honour their great and good men. It is only two months since that Ray Bahadur Bholanath Sorabhai, a high government officer, a public spirited citizen and almost an ideal of a pious man of Ahmedabad, breathed his last; and within this time about six thousand rupees have

been subscribed to his memorial fund by his countrymen. In this connection may we ask the promoters of Akshay Kumar Dutt's memorial fund, what amount have they till now succeeded in realizing? *** The *Indian Mirror*, Tuesday, August 17, 1887.

এস্থলে জিজ্ঞাস্য বোম্বাই ও মাদ্রাজ অপেক্ষা বঙ্গদেশ কি হীন নয়?

গত ১৮৮৬ সালের ২৫ এ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার ইহাঁর জীবন চরিত সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে একটি সভা হয়। গৃহটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রধান বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহাঁর আদ্যোপান্ত সমস্ত জীবন পর্য্যালোচনা করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর পণ্ডিত শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আর কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তিনি বিশেষ রূপে অনুরুদ্ধ হইয়া অবশেষে বলেন যে একদিন তিনি বালিতে অক্ষয় বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান; তিনি তাঁহাকে বলেন যে, কেবল অর্থোপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত তিনি গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার সর্ব্বদা লক্ষ্য ছিল 'শিখিব ও শিখাইব'। শুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনে যে দোষ তাহা ইহাঁর জীবনে সুন্দররূপে দৃষ্ট হইয়াছিল। জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মসাধন চাই। তাহার পর ইনি তাঁহার স্মরণ-চিহ্ন সংস্থাপনার্থে কুমার শ্রীনীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নিকট যথাসাধ্য কিছু কিছু দাতব্য প্রেরণ করিতে সাধারণকে অনুরোধ করেন। অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়।